NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ রোহিত-গিলের সেঞ্চুরির দিনে ইংল্যান্ডকে 'শাস্তি' দিল ভারত

অর্ধশতরান করে চুমু ছুড়লেন 'বিদ্রোহী' সরফরাজ! ৮

কলকাতা ৯ মার্চ ২০২৪ ২৫ ফাল্গুন ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 09.03.2024, Vol.17, Issue No.267, 8 Pages, Price 3.00

তালা খুলে শাহজাহানের বাড়িতে ঢুকল সিবিআই

দিনভর চলল নমুনা সংগ্রহের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তালা খুলে শাহজাহান শেখের বাড়িতে ঢুকল সিবিআই। তাদের সঙ্গে রয়েছেন ইডির দু'জন আধিকারিক এবং ফরেন্সিক দল। বৃহস্পতিবারই সিবিআই আধিকারিকরা সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়ি এবং আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখেছে। শুক্রবার সকালে আবার সন্দেশখালিতে এসেছে সিবিআই।

আক্রান্ত ইডি আধিকারিকেরাই সন্দেশখালিতে সিবিআইয়ের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা হাত নেড়ে কোন দিন থেকে কী ভাবে আক্রমণ হয়েছিল, তা সিবিআই এবং কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক আধিকারিকদের বোঝান। তার স্কেচ এবং ভিডিওগ্রাফি করা হয়। এ ছাড়া, শাহজাহানের বাড়ির সামনে আকুঞ্জীপাড়া মোড় এলাকায় রাস্তার মাপজোক করতেও দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই।

তবে এদিন সিবিআইয়ের দলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান-সহ রয়েছেন অন্তত ৫০ জন। শাহজাহানের বাড়িতে তদন্তকারীরা ঢোকেন। বাড়ি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। চারপাশের এলাকা ঘুরে দেখা হয়। সিবিআইয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াও ছিল ফরেন্সিক দল। এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ফরেন্সিকের সদস্যেরা শাহজাহানের বাড়ির আশপাশ, যাওয়া-আসার এলাকার স্কেচ করে নেন। ক্যামেরাবন্দি করা হয় বিভিন্ন মুহূর্ত। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দুই ইডি আধিকারিকও। ইডির সঙ্গে কথা বলেই তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয় বলে খবর।

এর পর সিবিআই যায় সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান মার্কেটে। সেখানে শাহজাহানের একটি অফিস ছিল। আগের দিনও সেখানে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, ৫ তারিখের ঘটনার পর থেকেই এই অফিস বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে আর কেউ কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন। এই অফিসের তালার চাবি সিবিআইয়ের কাছে নেই। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন আধিকারিকেরা।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। ওই ঘটনার অন্যতম মূল অভিযুক্ত শাহজাহান এখন তাদের হেপাজতে রয়েছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দিনভর শাহজাহানকে জেরা করেছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। তার পরেই শুক্রবার তাদের দল পৌঁছে গিয়েছে সেই শাহজাহানের ডেরায়।

বৃহস্পতিবার নিজাম প্যালেসে গিয়েছিলেন ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরব ভারিল। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। দুপুরের দিকে ইডির আরও এক কর্তা নিজামে গিয়েছিলেন। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করে থাকতে পারে সিবিআই।

শাহজাহানের বাড়িতে এর আগে দু'বার গিয়েছিল ইডি। প্রথম বার তারা ঢুকতেই পারেনি। বাইরে থেকে শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে মার খেয়ে ফিরতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের। দ্বিতীয় বার শাহজাহানের বাড়িতে তালা ভেঙে ঢোকে ইডি। ফাঁকা বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর বাড়িটি সিল করে দিয়ে যায় ইডি। শুক্রবার সেই সিল খোলা হল।

শাহজাহান-ঘনিষ্ঠের বাড়িতেও ঢুকল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির ডুগরিপাড়া গ্রামে এক হাতুড়ে চিকিৎসকের বাড়িতে যায় সিবিআই। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। বাড়ির বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন আধিকারিকেরা। ওই হাতুড়ে চিকিৎসক শাহজাহান শেখের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। তবে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাড়িতে ছিলেন না শফিকুল মোল্লা। শুক্রবার বিকেলে তাঁর বাড়িতে হুড়মুড়িয়ে ঢোকেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। শুরু হয় তল্লাশি।

ডুগরিপাড়া গ্রামের শফিকুল মোল্লা পেশায় হাতুড়ে চিকিৎসক হলেও তাঁর বাড়ির দোতলায় একটি স্কুল চলে। স্কুলটির নাম সরবেড়িয়া ডুগরিপাড়া চাইল্ড অ্যাকাডেমি। এ ছাড়া ওই বাড়ির নীচের তলায় অনেক ভাড়াটে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, তাঁদের কেউ মুর্শিদাবাদ, কেউ দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে সন্দেশখালিতে এসেছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী বাইরে থেকে গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলে। বাড়ির প্রত্যেকের পরিচয়পত্র যাচাই করা হয়। সিবিআইকে দেখে বাড়ির মহিলারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ডুগরিপাড়ার এই বাড়ির একটি ঘরের তালাও ভেঙেছে সিবিআই। সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শাহজাহান শেখের বাড়ির সামনে ইডির উপর হামলার সময়ে এই বাড়ির কেউ উপস্থিত ছিলেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে শফিকুল সিবিআইয়ের নজরে রয়েছেন। এর আগে ডুগরিপাড়া গ্রামের আরও একটি বাড়িতে গিয়েছিল সিবিআই। আলি মোল্লা নামের ওই গ্রামবাসীর ছেলে শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তাঁর মোবাইলের খোঁজ করছিলেন গোয়েন্দারা। এর পর ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁরা যান হাতুড়ে চিকিৎসকের বাড়িতে। সিবিআইয়ের অন্য একটি দল সকাল থেকে শাহজাহানের বাড়িতে ছিল। তারাও বিকেলে ডুগরিপাড়ায় চলে এসেছে।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দিনভর শাহজাহানকে জেরা করেছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। তার পরেই শুক্রে তাদের দল পৌঁছে গিয়েছে সেই শাহজাহানের ডেরায়। ডুগরিপাড়ার চিকিৎসকের বাড়ি থেকে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বেরিয়ে গিয়েছে সিবিআইয়ের দল।

ফের রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী, আজ শিলিগুড়িতে জনসভা মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের একবার রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ শিলিগুড়িতে জনসভা করবেন তিনি। একই সঙ্গে এক গুচ্ছ রেল প্রকল্পের উদ্বোধন শিলান্যাস করবেন তিনি। তবে, তাঁর এই জনসভার সময় বদল হয়েছে। প্রথমে ঠিক ছিল শনিবার বিকেল পাঁচটায় জনসভা করবেন তিনি। কিন্তু শুক্রবার সভাস্থল ঘুরে দার্জিলিঙের বিজেপি সাংসদ রাজু সিং বিস্তা জানান, বিকেল পাঁচটার আগেই শিলিগুড়ি চলে আসবেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি জনসভা করবেন নরেন্দ্র মোদি।

সন্দেশখালি, রাজ্যে ভোটের টার্গেট, এই কদিনের দক্ষিণবঙ্গে জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। শনিবার তাঁর জনসভা থেকে প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে পাহাড়। এমনটাই দাবি রাজনৈতিক মহলের। গত দুটি লোকসভার ভোটে পাহাড়ের সমর্থনেই সংসদে গিয়েছে বিজেপি। এবার কী তারা সেই বৈতরণী পার করতে পারবে?

কারণ, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে রাহুলের ন্যায় যাত্রায় দেখা গিয়েছে হামরো পার্টির প্রধান অজয় এডওয়ার্ডকে। তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বিনয় তামাং। তাঁকেই হয়তো পাহাড়ে প্রার্থী করা হবে। এমনকী, রাজনৈতিক মহলের খবর এবার পাহাড়ে অনীত থাপাকে প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল।

এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ের ময়দানে বিজেপির লড়াই যে সহজ হবে না, তা একপ্রকার স্পষ্ট। তাই শনিবার শিলিগুড়িতে নরেন্দ্র মোদির বার্তার দিকেই তাকিয়ে পাহাড়ের মানুষ। বিজেপিও চায় প্রধানমন্ত্রী এমন কিছু বার্তা দিক, যাতে তৃতীয়বারের জন্য ভোট বৈতরণী পার করা যায়।

ফের ইডি তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের কলকাতায় ইডির তল্লাশি। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে রাজারহাট, নিউটাউন, নাগেরবাজার-সহ একাধিক এলাকায় অভিযান চালিয়েছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। তবে এবার তাঁদের নজরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ পার্শ্বশিক্ষক আবদুল আমিন। এদিন সকালে ইডির ৫ সদস্যের দল তাঁর বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি শুরু করেছে বলে খবর।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

সিলেবাসে বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাস বদলানোর ক্ষেত্রে অনুমোদন দিল বিকাশ ভবন। ফলে চলতি বছরে যারা একাদশ শ্রেণির পাঠ শুরু করবে, তাদের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করতে হবে। সূত্রের খবর, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষার্থীরা নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষা দেবেন। বিকাশ ভবনের ছাড়পত্র মেলার পর নতুন বইও বাজারে আসতে চলেছে। পরিবর্তিত সিলেবাসের বই শীঘ্রই আসছে বাজারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। চালু করা হয়েছে সেমেস্টার সিস্টেম। তবে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেবাস পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়নি।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

খুনের চেষ্টার ধারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে তৃণমূলের সাসপেন্ড নেতা শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকায় খুনের চেষ্টার ধারা যুক্ত করল সিবিআই। শুক্রবার সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানোর পর ধৃত নেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা যুক্ত করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার বিবৃতিতে সিবিআই জানিয়েছে, গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে মামলা দায়ের হয়, তার প্রেক্ষিতে শুক্রবার ওই স্থানে অভিযান চালানো হয়। তদন্তের সুবিধার্থে ফরেন্সিক দলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পুরো অভিযানে বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

সব অভিযোগ মিথ্যে, আল্লাহ বিচার করবেন

গ্রেপ্তার হওয়ার ৮ দিন পর দাবি শাহজাহানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত সপ্তাহে পুলিশে জালে ধরা পড়েন শেখ শাহজাহান। তবে গ্রেপ্তারির পর থেকে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন তিনি। ৮ দিন পর অবশেষে নীরবতা ভাঙতে দেখা গেল সন্দেশখালির বেতাজ বাদশাহকে। বর্তমানে নিজাম প্যালেসে সিবিআই হেপাজতে রয়েছেন শাহজাহান। এরপর শুক্রবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে উত্তর দেন তিনি।

আধিকারিকরা যখন নিজাম থেকে বের করে গাড়িতে তুলছেন তাঁকে, সেই সময় সাংবাদিকরা জানতে চান ৫৫ দিন কোথায় ছিলেন তিনি। সঙ্গে এও মনে করিয়ে দেওয়া হয় তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বহু অভিযোগ। উত্তরে তিনি জানান, 'সব মিথ্যা, সব মিথ্যা।' একইসঙ্গে তার সংযোজন, 'প্রমাণ হবে। আল্লাহ আছে, বিচার একদিন হবে।' সিবিআই সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জোকা ইএসআই-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শেখ শাহজাহানকে। ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট পরে শারীরিক পরীক্ষা শেষে ফের নিজাম প্যালেসে নিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এদিকে, তাঁকে হেপাজতে পাওয়ার পর সরেজমিনে তদন্ত করতে দফায় দফায় সন্দেশখালিও যাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশ প্রথমে তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁকে হেপাজতে পেয়েছে সিবিআই। শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে কেন ইডি অফিসারদের হামলার শিকার হতে হল, তার তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সূত্রের খবর, দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে অভিযুক্তকে। একগুচ্ছ প্রশ্ন সাজানো হলেও মুখ খুলছেন না শাহজাহান। ফলে তার মুখ থেকে কথা বের করতে একের পর এক কৌশল সাজাচ্ছে সিবিআই।

নারী দিবসের 'উপহার', রান্নার গ্যাসের দাম ১০০ টাকা কমাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: লোকসভা ভোটের আগে গ্রাহকদের স্বস্তি দিয়ে রান্নার গ্যাসের দাম প্রতি সিলিন্ডারে ১০০ টাকা করে কমানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। শুক্রবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নারী দিবসে মা-বোনেদের জন্য 'উপহার' হিসাবে দাম কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে এই সিদ্ধান্ত মাস্টারস্ট্রোক হতে পারে মোদির। সরকারি সূত্রের খবর, শুক্রবার রাত ১২টার পর থেকেই কার্যকর হবে রান্নার গ্যাসের নতুন দাম। এপ্রিলেই দেশ জুড়ে লোকসভা নির্বাচন। নিন্দকেরা বলছেন, সে দিকে নজর রেখেই এই পদক্ষেপ মোদি সরকারের।

প্রসঙ্গত, গত বছরের অগস্টে, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা কমিয়েছিল মোদি সরকার। তার আগে একটি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম উজ্জ্বলা গ্রাহক নন যাঁরা, তাঁদের কাছে ১,১০০ টাকা ছিল। মোদি সরকার গত বছরের অগস্টে সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা দাম কমানোয় তা ৯০০ টাকায় নেমেছিল। এ বার, আরও ১০০ টাকা দাম কমায় উজ্জ্বলা গ্রাহক নন যাঁরা, তাঁরা ৮০০ টাকায় একটি এলপিজি সিলিন্ডার পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে রান্নার গ্যাসের দাম কমানোর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'এই উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত সারা দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারের আর্থিক বোঝা কমিয়ে দেবে। বিশেষ ভাবে আমাদের নারী শক্তিকে উপকৃত করবে। রান্নার গ্যাসকে আরও সাশ্রয়ী করার মাধ্যমে, আমরা পরিবারের কল্যাণের পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির করেছি।'

কোনারকের ভাস্কর্যের সঙ্গে ফ্যাশনদুরস্ত মিনি স্কার্টের মিল খুঁজলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: আধুনিক ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক হিসেবে মিনি স্কার্টের বহুল ব্যবহারের কথা সকলেরই জানা। সেই পোশাকের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের মিল খুঁজে পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে তাঁকে বলতে শোনা গেল মিনি স্কার্টের মতো পোশাক প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যেও খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'অনেকে মিনি স্কার্টকে আধুনিকতার প্রতীক মনে করেন। তবে আপনি যদি কোনারক যান, সেখানে শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরের ভাস্কর্যে মিনি স্কার্ট ও পার্সের নকশা পাবেন। যা বুঝিয়ে দেয়, শত শত বছর আগেও ভাস্কররা ফ্যাশন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বর্তমানে রেডিমেড জামাকাপড় প্রবণতা রয়েছে। তবে আমাদের ভারতীয় পোশাককে আন্তর্জাতিকভাবে আরও প্রচার করা উচিত।'

এবারই প্রথম দেওয়া হচ্ছে ন্যাশনাল ক্রিয়েটর্স অ্যাওয়ার্ড। দিল্লির ভারত মণ্ডপমে হওয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই মোদিকে একথা বলতে শোনা গিয়েছে। সেখানে ১৯ বছরের কনটেন্ট নির্মাতা জাহ্নবী সিংয়ের হাতে হেরিটেজ ফ্যাশন আইকন অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন তিনি। আর তার পরই সমসাময়িক ফ্যাশনের সঙ্গে কোনারকের সূর্য মন্দিরের গায়ে খোদাই ভাস্কর্যের তুলনা টানেন তিনি। বরাবরই 'আত্মনির্ভর' ভারতের কথা বলেছেন মোদি। এদিনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় পোশাকের প্রচার বাড়ানোর হয়ে সওয়াল করতে দেখা গেল তাঁকে। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ সময় ধরেই ভারত ফ্যাশনে পথপ্রদর্শক। একশো বছর আগের মূর্তিতেও ফ্যাশন সেন্স ছিল।'

১২ মার্চ নবান্ন থেকে বিভিন্ন জেলায় প্রকল্পের উদ্বোধন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১২ মার্চ নবান্ন থেকেই ভার্চুয়ালি এই সব প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। সেই বৈঠকের পর মুখ্যসচিব জানান, আগামী ১২ মার্চ বেশ কয়েকটি জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসকরা যেন প্রস্তুত থাকেন। কোথায় ও কীভাবে এই অনুষ্ঠান হবে সেবিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে মুখ্যসচিব এদিন স্পষ্ট নির্দেশ দেন, 'নির্বাচনের সময় কোথাও যেন কোনও হিংসা না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কোনও হিংসা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ ভোট করতে চায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেইভাবেই আপনাদের পদক্ষেপ করতে হবে।'

একশো দিনের কাজের টাকা জব কার্ড হোল্ডাররা ঠিক মতো পেয়েছেন কিনা, এদিন সেই বিষয়টিও জেলাশাসকদের কাছ থেকে জানতে চান মুখ্যসচিব। জানা গিয়েছে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে এই টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সন্দেশখালিতে সভা করতে পারবেন শুভেন্দু

শর্ত চাপিয়ে অনুমতি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের ব্রিগেডের দিনেই অর্থাৎ, ১০ মার্চ সন্দেশখালিতে সভা করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতাকে সেই সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ১০ মার্চ অর্থাৎ রবিবার সন্দেশখালি গিয়ে সভা করতে পারবেন শুভেন্দু। তবে কোনও ভাবেই উস্কানিমূলক কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না। তবে যে জায়গায় শুভেন্দু সভা করতে চেয়েছিলেন, সেখানে আপাতত সভা করতে পারছেন না তিনি। ন্যাজাটের দক্ষিণ আক্রাতলায় শুভেন্দু সভা করতে পারেন বলে বিচারপতি সেনগুপ্তের বেঞ্চ জানিয়েছে।

১০ মার্চ সন্দেশখালিতে সভা করার ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। এর পরেই সন্দেশখালিতে সভা করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা। শুক্রবার বিচারপতি সেনগুপ্তের এজলাসে সেই মামলারই শুনানি ছিল। শুনানি চলাকালীন রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতির প্রশ্ন, 'এই মিটিং করতে না দিয়ে আপনারা কাকে রক্ষা করতে চাইছেন? সুন্দরখালিতে কোনও গোলমাল না থাকায় সেখানে কোনও ১৪৪ ধারা ছিল না। কিন্তু মামলা করার আগেই সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।' সভা আটকাতেই এই ১৪৪ ধারা জারি কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত। আদালত জানিয়েছে, আগামী ১০ মার্চ ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ন্যাজাটের দক্ষিণ আক্রাতলায় সভা করতে পারবেন শুভেন্দু। তবে কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য তিনি করতে পারবেন না।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হন সন্দেশখালিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শাহজাহান শেখ। সে দিনই বিরোধীদের সন্দেশখালি অভিযান নিয়ে একপ্রস্ত উত্তেজনা ছড়ায়। আদালতের অনুমতি নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যখন সন্দেশখালি যাচ্ছিলেন, তখন রামপুরে তাঁকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে কাগজপত্র দেখিয়ে, সই করে তিনি জেলিয়াখালিতে পৌঁছন। শুভেন্দু জানান, ১০ মার্চ তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশের দিনই সন্দেশখালিতে সভা করবেন তাঁরা। তবে তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল রাজ্য। শুক্রবার শুভেন্দুকে সেই সভা করার অনুমতি দিল উচ্চ আদালত।

রাজ্যসভার সাংসদ পদে মনোনীত সুধা মূর্তি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: ভারতীয় শিক্ষাবিদ এবং লেখক সুধা মূর্তিকে রাজ্যসভায় সাংসদ হিসাবে মনোনীত করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার

ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এই ঘোষণা করেছেন।

মোদি তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাজ্যসভার জন্য সুধা মূর্তিকে মনোনীত করেছেন। এই খবরে আমি খুব খুশি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুধাজির অবদান অনস্বীকার্য। সামাজিক, জনহিতকর এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি অনেক কাজ করেছেন।'প্রধানমন্ত্রীর মুখে বার বারই নারী শক্তির কথা শোনা যায়। নারী দিবসে এই ঘোষণা খুবই উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছেন অনেকে। মোদির কথায়, 'সংসদের উচ্চকক্ষে সুধা মূর্তির উপস্থিতি আমাদের 'নারী শক্তি'র ক্ষেত্রে শক্তিশালী পদক্ষেপ। সাংসদ হিসাবে তাঁর সময়কালের জন্য অভিনন্দন জানাই।'

রাজ্যসভায় তাঁকে সাংসদ হিসাবে মনোনীত করায় খুশি সুধা। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি খুব খুশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

৬/৩/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে (২৯১১ নং) Sudipta Ghosh S/o Sambhu Charan Ghosh ও Sudipta Ghosh ওরফে Bhaskar Ghosh S/o. Sambhu Charan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ০১/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে Shubhajit Bhattacharjee S/o. Shyamal Bhattacharjee ও Subhajit Bhattacharjee S/o. S. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Leela Rabidas, স্বামী- প্রদীপ রবিদাস, সাং ঘোড়াপট্টি, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া গত ইংরাজী ২৮.০২.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Leela Rabidas ও Gita Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। Leela Rabidas এবং Gita Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Mousumi Mukhopadhyay Samajdar W/o. Rupam Bhattacharjee R/o. Sahebbagan Math, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Nabanthika Sarkar D/o. Mousumi Mukhopadhyay Samajdar ও Nabanthika Bhattacharjee D/o. Mousumi Mukhopadhyay Samajdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

CHANGE OF NAME

DEBASMITA SAHA, D/o. Sourav Saha Add:- JL-2/3, Hatiara Rd. Aswininagar, Baguiati, Kol. 700159, N-24 Pgs. W.B. DEBASMITA SAHA AND SANNIHITA is The same and one identical Person vide an affidavit Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bidhnanagar Court Dt. 06-03-2024.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER

Sealed tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, Nadia. **NIT NO. 56/DGP- I/ SBM(G)/2024, 57/DGP- I/ SBM(G)/2024, 58/DGP- I/ SBM(G)/2024.** Last date of application **11.03.2024 up to 4p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৯ ই মার্চ । ২৫ শে ফাল্গুন। শনিবার। চতুর্দশী তিথি, শিবরাত্রি পালন। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতের একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক- সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর, বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন। পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ ।আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রূঢ়ো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্লপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ।আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার করিবেন না। অবসান হবে। বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন

(আজ শিবরাত্রি পালন। অমাবস্যা তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একাধিক কবরস্থানের উন্নয়নকল্পে সাংসদ তহবিলের অর্থদান সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের হাজিনগর নয়াবাজার এলাকায় রয়েছে অতি প্রাচীন কবরস্থান। হাজিনগরের সংখ্যালঘু বাসিন্দাদের দাবি মেনে সেই কবরস্থানের উন্নতিকল্পে সাংসদ অর্জুন সিং তাঁর সাংসদ তহবিলের প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। শুক্রবার কবরস্থান উন্নয়ন কাজের শুভ সূচনা করলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদ জানান, নয়াবাজার কবরস্থানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আগামীদিনে তিনি আরও অর্থ প্রদান করবেন। তাছাড়া গৌরীপুর ও চাঁদনী ঘাট কবরস্থান উন্নয়নেও তিনি টাকা বরাদ্দ করবেন। সাংসদের সংযোজন, আগামীদিনে তাঁর সংসদীয় ক্ষেত্রের বেহাল দশায় থাকা গঙ্গার ঘাটগুলো তিনি সংস্কার করবেন। সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন নৈহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোহারা বেগম, হালিশহরের প্রাক্তন কাউন্সিলর কল্যাণী বসু বিশ্বাস ও বন্ধু গোপাল সাহা, তৃণমূল নেতা রানা দাশগুপ্ত, বাণীব্রত ব্যানার্জি-সহ কবরস্থান কমিটির কর্তা-ব্যক্তিরা।

টিটাগড় পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত খড়দা কবরস্থান বহুদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। স্থানীয়দের দাবি মেনে কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং তাঁর সাংসদ তহবিলের ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। শুক্রবার সাংসদ তহবিলের অর্থে নবরূপে সজ্জিত ওই কবরস্থানের উদ্বোধন করলেন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সাংসদ বলেন, কবরস্থানের ভেতরে নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। পানীয় জল ও পর্যাপ্ত আলোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আগামীদিনে কবরস্থানের ভেতরে আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেন তৈরি করে দেওয়া হবে। এদিন হাজির ছিলেন টিটাগড় পুরসভার উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল, প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী, রাজু খান প্রমুখ।

যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করল মেট্রো রেলওয়ে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য মেট্রো রেলওয়ের গৃহীত পদক্ষেপগুলি তুলে ধরা। নারী দিবস উপলক্ষে একটি ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করা হয়। এই অধিবেশনে, অংশগ্রহণকারীরা নারীর ক্ষমতায়ন এবং তারা প্রতিদিন যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয় সে সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেয়।

ভর্তুকিতে আরও এক লক্ষ কৃষিযন্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দরিদ্র কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার ভর্তুকিতে আরও এক লক্ষ কৃষিযন্ত্র বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দামের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ভর্তুকিতে এই সব সরঞ্জাম কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে এই প্রকল্প চালু হবে। ইচ্ছুক কৃষকরা রাজ্য সরকারের 'মাটির কথা' পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারবেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যও পাবেন বলে কৃষি দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, রাজ্যের আর্থিক সহায়তায় ৫০০টি নতুন কাস্টম হায়ারিং সেন্টার চালু হয়েছে। এছাড়াও দেড় হাজার ফার্ম মেশিনারি হাবও গড়ে তোলা হবে। এই দু'ধরনের কেন্দ্র থেকেই কৃষি কাজের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি ভাড়া নিতে পারবেন চাষিরা। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ২,২৭৮টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার চালু হয়েছে। সেখানে রয়েছে কমবাইন্ড হার্ভেস্টর, ট্র্যাক্টর, রোটাভেটর, সোলার পাম্প প্রভৃতি। চলতি অর্থবর্ষের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য জেলাগুলিকে ৯০ কোটি টাকা দিয়েছে রাজ্য। এ মাসে দেওয়া হয়েছে ২০ কোটি টাকা।

পিএনবি-র দিল্লি অফিসে আন্তর্জাতির নারী দিবসে প্রধান অতিথি রীনা কৌশল ধরমসক্তুকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন পিএনবি প্রেরণা প্রেসিডেন্ট পুনম গোয়েল (ডান), পিএনবি-র জেনারেল ম্যানেজার কুমুদ নেগি ভার্সনেওয়া (বাঁ দিকে)।

শিয়ালদহ বিভাগে শনি, রবিতে বিঘ্নিত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিয়ালদহ বিভাগে ট্রাফিক ব্লকের দরুন পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করল পূর্ব রেল।

পূর্ব রেলের ব্যান্ডেল-নৈহাটি লাইন, বিরাটি-মধ্যমগ্রাম লাইনে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ৯ মার্চ শনিবার শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেন পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটবে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

ওই দিন বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা নৈহাটি থেকে ৩৭৫৫৭ ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৫৫৮ শিয়ালদহ থেকে ৩৩৮৬২১ বনগাঁ থেকে ৩৩৮৬০। ১০ মার্চ রবিবার বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা শিয়ালদহ থেকে৩৩৮১৩ বনগাঁ থেকে ৩৩৮১২ ঘুরপথে চলবে ১৩১০৬ বলিয়া-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, ১৫০৫০ গোরক্ষপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস, ১৩১৫৪ মালদা টাউন-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস নৈহাটি রুটের বদলে ডানকুনি হয়ে চলবে ও ট্রেনটি দক্ষিনেশ্বর স্টেশনে দাঁড়াবে। এছাড়াও ১৩১৯০ বালুরঘাট- শিয়ালদহ এক্সপ্রেস ৯ মার্চ শনিবার বালুরঘাট থেকে ১ ঘন্টা দেরিতে চলবে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নারী দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'আজকের উদীয়মান ক্ষমতায়িত নারী' শীর্ষক একটি কর্মশালা কাম সেমিনারের আয়োজন করা হয় দুর্গাপুরের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জোনাল অফিসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুমন্ত কুমার, জেনারেল ম্যানেজার ও জোনাল হেড। অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীপক আচার্য, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান, দুর্গাপুর, মনীশ চন্দ্র, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, জেডআরএমসী, রোশন কুমার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সুদেষ্ণা মজুমদার, প্রধান ব্যবস্থাপক, স্বাতী প্রিয়া এবং সমস্ত মহিলা কর্মী সদস্যরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এমসিসিআই-এর বিশেষ অনুষ্ঠান 'স্যালুটিং উইমেন এন্টারপ্রেনারস ব্রেকিং দ্য মোল্ড অ্যান্ড শেপিং টুমরো'। কলকাতা পার্কে অনুষ্ঠানে নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার ঊষা রমেশকে স্মারক তুলে দিচ্ছেন এমসিসিআই লেডিস ফোরামের চেয়ার পার্সন নীতা বাজোরিয়া।

সিএ পরীক্ষার প্যাটার্নে বড় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই) সিএ ফাউন্ডেশন এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার প্যাটার্নে বড় পরিবর্তন হচ্ছে। আগে ফাউন্ডেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বছরে দু'বার নেওয়া হলেও এখন প্রার্থীরা বছরে তিন বার এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন।

শুক্রবারে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপরোক্ত তথ্য জানান আইসিএআই সভাপতি সিএ রঞ্জিত কুমার আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'গত ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিএ ফাউন্ডেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বছরে তিনবার নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মে মাসেই অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা থেকেই এই পরিবর্তন কার্যকর করা হবে। মে মাসের পর সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারি মাসে সিএ ফাউন্ডেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রার্থীরা ২ বছরের জন্য আর্টিকেলশিপ করতে পারবেন। এই সময়ের মধ্যে তাদের কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। প্রার্থীরা আর্টিকেলশিপের ৬ মাস পরে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হতে পারেন। ফাইনাল পরীক্ষা ৬ মাসের ব্যবধানে বছরে মাত্র দুবার অনুষ্ঠিত হবে, এতে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। সিএ রঞ্জিত কুমার আগরওয়াল আরও জানান যে ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত সভায়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সংশোধিত পিয়ার রিভিউ ম্যান্ডেট অনুযায়ী প্রত্যয়ন পরিষেবা প্রদানকারী অনুশীলন ইউনিটগুলি এবং ৫ বা তার বেশি অংশীদারদের কোনও সংবিধিবদ্ধ অডিট গ্রহণ করার আগে পিয়ার পর্যালোচনা করতে হবে আর সার্টিফিকেট পেতে হবে। এটি ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে। এটি পিয়ার রিভিউ ম্যান্ডেটের ফেজ ২-এ অন্তর্ভুক্ত। পিয়ার রিভিউ সম্পূর্ণ করার জন্য কাউন্সিল কর্তৃক ৩ মাস অর্থাৎ ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড অনুমোদিত হয়েছে।

সংগীতের মাধ্যমেই সমাজের কল্যাণ, নারী দিবসে 'সরোদ সিস্টার্স' ত্রৈলী দত্ত ও মৈশিলী দত্তর বার্তা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: যে নারী রাঁধে, সে আবার চুলও বাঁধে, বর্তমান সমাজে সর্বক্ষেত্রে আধুনিক নারী শক্তি নিজেদের সক্ষমতার ছাপ ফেলছে। তা সে সমাজ গঠন হোক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা , সর্বক্ষেত্রেই আজকের নারী দিবসে নারী ব্রিগেড তাদের সাফল্যের চিহ্ন , একইভাবে নিজেদের শাস্ত্রীয় সংগীত সাধনার মাধ্যমে সকলের মন জয় করে তোলার সুরেলা সফরে ব্রতী রয়েছেন দুই নারী। যারা এই রাজ্য থেকেই জি-২০ সামিটে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র নেতাদের সামনে তুলে ধরেছেন দেশের সংস্কৃতির শিকড়কে।

নিজেদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জি-২০ সামিটে এসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৭৮ জন কৃতী বাদ্যযন্ত্র শিল্পীর জন্য। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাওড়ার শিবপুর কাসুন্দিয়ার বাসিন্দা সরোদ সিস্টার্স' ত্রৈলী দত্ত ও মৈশিলী দত্ত। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে গোটা বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিকদের সামনে নিজেদের আঙুলের জাদুর স্পর্শে শাস্ত্রীয় সংগীতের সরোদ বাদ্য মূর্চ্ছনায় তাদের মুগ্ধ করেছেন। সেই চ্যালেঞ্জকে সফল করে তুলেছিলেন বাদ্য মূর্চ্ছনায় 'সরোদ সিস্টার্স' ত্রৈলী দত্ত ও মৈশিলী দত্ত। ছোট থেকেই দুজনের শাস্ত্রীয় সংগীতের মাধ্যমে গুরুর শিক্ষাতে পথ চলা শুরু। তারপর একে একে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে নিজেদের সংগীত শিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠিত করা, একইসঙ্গে অগুনিত শ্রোতাকে দেশের মূল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ও জুড়ে দেওয়ার মহান ব্রতী নিয়েই এগিয়ে চলেছেন।

বড় বোন ত্রৈলী বর্তমানে কলকাতার নিউ আলিপুরে সংসার সামলাচ্ছেন, ছোট বোন মৈশিলী পড়াশোনা করছেন। যদিও সব কিছু সামলে দুই বোন তাদের সংগীতের চর্চা ও পথকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

এক্ষেত্রে মৈশিলী বলেন, 'বিষয়টা শুধু নারী পুরুষ নয়, সমাজের যে স্তরে যে আছেন তার চারপাশের মানুষদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজের কল্যাণ সম্ভব। একই অভিমত দিদি ত্রৈলী দত্তর। তিনি বলেন, 'বর্তমান সমাজের যে পরিস্থিতি ও পরিকাঠামো, সেখানে সংগীত সমাজকে মানসিক সুস্থ্যতা ও সদর্থক দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। সংগীত শুধু শিল্পী তৈরি করা নয় বরং সমাজকে সচেতনতা দেওয়ার মাধ্যমে সদর্থক দৃষ্টি দেওয়াটাও একজন সংগীত শিল্পীর কর্তব্য বলেই আমি মনে করি।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ মার্চ ২০২৪ ২৫ ফাল্গুন ১৪৩০ শনিবার

কী লুকোতে চাইছে এসএসসি ! হাইকোর্টে ফের প্রশ্নের মুখে স্কুল সার্ভিস কমিশন

মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী সুতনু পাত্র। অন্য দিকে, ফের হাইকোর্টের ভৎর্সনার মুখে পড়ল এসএসসি। বিচারপতি কিছুটা উচ্চ স্বরেই তাদের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনারা কী লুকোতে চাইছেন? কেন লুকোতে চাইছেন?'

আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ বারবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে বেশ কিছু তথ্য চেয়েছিল। প্রায় দু'সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার আদালতে যখন সেই তথ্য চায়, এসএসসির আইনজীবী বলেন, জায়গাটা ছোট। সবটা ভাল করে লিখতে পারছেন না। বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে ডেটা পেতে। পরবর্তী সময়ে তিনি বলেন, বারবার চাওয়ার পরও এসএসসির আধিকারিকদের কাছ থেকে তিনি কোনও সহায়তা পাচ্ছেন না। এরপরই বিচারপতি বলেন, আর দেরি করা যাবে না। এরপরই ওএমআর শিট নিয়ে তদন্তে সদর্থক 'সহযোগিতা' না পাওয়ার জন্যে আদালতের ভর্ৎসনা মুখে পড়তে হয় স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। এদিকে আইনজীবী এই মামলা থেকে অব্যাহতি চান। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে বাধ্য হয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও আরও দুই আধিকারিককে এদিন আদালতে তলব করে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। বেলা সাড়ে ১২ টার সময় স্কুল সার্ভিস কমিশনের আধিকারিকরা হাজির হন আদালতে।

বিচারপতি দেবাংশু বসাক স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চান, সিবিআই আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, ওএমআর প্রস্তুতকারী সংস্থা 'নাইসা' ডাটা স্ক্যানটেক নামে এক সংস্থাকে দিয়েছিল নাইসার সমস্ত ডাটা স্ক্যান করতে। এই তথ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন জানে কি না তাও জানতে চান বিচারপতি। উত্তরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, সেটা তাঁদের জানা নেই। এরপরই ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, 'সিবিআই এক মাস আগে হলফনামা দিয়ে এই তথ্য

দিয়েছে অথচ আপনরা এটা পড়ে দেখার সময় পর্যন্ত পাননি।'

এদিন আদালতে এসএসসির চেয়ারম্যান জানান, সোমবার তিনি এই বিষয়ে দেখে আদালতকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন। এর আগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী সুতনু পাত্র আদালতকে সহযোগিতা করতে পারছেন না বলে মন্তব্য করেন। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, 'প্রতিদিন সময় চাইছেন। কত দিন চলতে পারে এটা?' গত মঙ্গলবার থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে কিছু তথ্য চাওয়া হচ্ছে নাইসার ব্যাপারে। কিন্তু তার উত্তর দিতে পারছেন না আপনি। আপনি তার মানে আদালতকে সহযোগিতা করতে পারছেন না।' এরই পাশাপাশি বিচারপতি স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবীকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, আপনারা কী লুকোতে চাইছেন এবং কেন লুকাতে চাইছেন? তাতেই এসএসসির আইনজীবী সতনু পাত্র বলেন, তিনি এই মামলা থেকে সরে দাঁড়াতে চান। তা শুনে বিচারপতি বলেন, সেটা কমিশনের বোর্ড মেম্বারদের উপস্থিতিতে ঠিক করবেন।

এদিন ওএমআর স্ক্যান ও মূল্যায়ণকারী সংস্থা নাইসা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। যা শুনে স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী জানান, এ জবাব আজ দেওয়া সম্ভব নয়। কমিশনের কাছ থেকে নির্দিষ্ট করে উত্তর নিয়ে তারপর জানাতে হবে। আদালত জানতে চায়, কোনও প্রশ্ন করে উত্তর দেওয়ার সময় চাইলে মামলা এগোবে কী করে?

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতির সমস্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টে তৈরি হয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শাব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু সেই বেঞ্চে দিনের পর দিন স্কুল সার্ভিস কমিশন নানা তথ্য আদালতে চাহিদা মতো দিতে পারছে না বলে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট।

জনগর্জন সভা নিয়ে তৎপরতা তুঙ্গে, মঞ্চ সজ্জায় থাকছে চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের প্রচারে তৃণমূলের মেগা ক্যাম্পেন শুরু হতে চলেছে আগামী ১০ মার্চ জনগর্জন সভার মধ্যে দিয়েই। আর এই সভার জন্য প্রস্তুতিও তুঙ্গে। বাঁধা হয়েছে মঞ্চও। তৃণমূলের প্রতীক অর্থাৎ জোড়াফুল বিশেষভাবে আঁকাও হচ্ছে। সঙ্গে এদিনের সভার জন্য বিশেষ র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। স্টেজের সঙ্গে তা যুক্ত থাকবে। এই র‍্যাম্পটি যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমস্ত দিক থেকে যুক্ত থাকে সেই ব্যবস্থাও করা হবে।

এদিকে সূত্রের খবর, শুধু বাংলার প্রথম সারির নেতারা নন, অন্যান্য রাজ্যের জনপ্রিয় রাজনীতিকরাও এদিনের সভায় যোগদান করতে পারে। সুস্মিতা দেবী, রিপুন বোরা, মুকুল সাংমা, রাজেশ ত্রিপাঠী, কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা, সাকেত গোখেল, সাগরিকা ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বরা এদিনের সভায় উপস্থিত থাকবেন।

তবে সবার নজর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনের সভা থেকে ঠিক কী বার্তা দেন সেই দিকেই। এদিকে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে বিজেপিও। ইতিমধ্যেই রাজ্যে তিন তিনটি সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছিল, দলীয় তরফে বাংলার ৩৫টি আসনে পদ্ম ফুল ফোটানোর টার্গেট দেওয়া হয়েছে বঙ্গ গেরুয়া শিবিরকে। কিন্তু, সেই টার্গেট বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর টার্গেট ৪২-এ ৪২টি আসনই পেতে হবে বঙ্গে। শুধু তাই নয়, তাঁর সভাগুলি থেকে তৃণমূলের জন্য ছিল তীব্র আক্রমণ। সন্দেশখালি ইস্যুতে সুর চড়িয়েছিলেন মোদি। আর এখানেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, 'ব্রিগেড ময়দান থেকে ১০ তারিখ সেই যাবতীয় আক্রমণের পালটা জবাব দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ এনে তিনি আগেই সরব হয়েছিলেন। সেই নিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনের সভা থেকে ব্রিগেডের সভা থেকে আক্রমণের সুর আরও চড়াতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের সুর যে বেঁধে দেবেন এটা বলাই বাহুল্য। এদিকে এদিন দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন সেই দিকেও তাকিয়ে বঙ্গ রাজনৈতিক মহল। এর পাশাপাশি সূত্রে এ খবরও মিলছে এদিনের সভা থেকে ঘোষিত হতে পারে তৃণমূল প্রার্থীদের নামও।

এদিকে ১০ মার্চের সভা যে রীতিমতো গমগম করবে তৃণমূল নেতাদের দাবি এমনটাই। জনগর্জন সভার ট্রেলারে রয়েছে বাদশার অন্যতম হিট ছবি জওয়ান-এর গানের ব্যবহার। শাহরুখ খানের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসম্পর্ক বাংলা জানে। এই সুপারস্টারকে ভাই মানেন তিনি। তাঁর গানের মাধ্যমেই সভার এক ঝলক দেখানো হল তৃণমূলের তরফে। রাজ্যের শাসক দলের অধিকাংশ নেতার কণ্ঠে 'খেলা হবে'-র সুর।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ফের একাধিক জায়াগায় অভিযান ইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার সকাল থেকে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এদিন সকালেই সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে পড়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের একাধিক টিম। এরপর কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় পৌঁছে যায় ইডির এই দল। ইডি সূত্রে খবর, এদিন আটটি জায়গায় অভিযান চালানো হয় ইডির তরফ থেকে। প্রসন্ন রায় ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, মিডলম্যানদের খোঁজ চলছে বলেই সূত্রের খবর।

ইডি সূত্রে খবর, এদিন রাজারহাটের কাশীনাথপুরে চন্দন চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হাজির হয় ইডি। শুরু হয় তল্লাশি। বিলাসবহুল বাড়ির দোতলায় থাকেন ওই ব্যক্তি। সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা জওয়ানরাও।

ইডি-র অন্যতম অ্যাসিস্ট্যান্ড ডিরেক্টররে নেতৃত্বে চলে তল্লাশি।

মনে করা হচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রসন্ন রায়ের সঙ্গে এই ব্যক্তির কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে। এদিকে তাঁর বাড়িওয়ালা জানান, চন্দন জমি বাড়ির দালালি সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বাড়িতেই গিয়েছে ইডি।

অন্য দিকে, তল্লাশি চলে কলকাতায় নাগের বাজারের ডায়মন্ড সিটি নর্থের একটি ফ্ল্যাটে। এই অভিযানে কমল আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে। এদিকে প্রতিবেশীরা জানান, যাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে তিনি অনেক দিন আগেই কমপ্লেক্স ছেড়ে চলে গিয়েছেন। নিউটাউনের পাথরঘাটার মাজার শরিফ মোড়ে আবুল আমিন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চলে তল্লাশি। আবুল আমিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে। তিনি পাথরঘাটা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্যারাটিচার। ইডির পাঁচ সদস্যের তদন্তকারী দল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি অভিযান চালায়।

গরম বাড়লেও তা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট রসদ মজুদ রয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের, দাবি বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে চলতি মরসুমে রাজ্যে গরম ভালোই পড়বে। এদিকে মার্চ মাস পড়তে না পড়তেই বেলার দিকে যে গরম অনুভব করছেন রাজ্যবাসী তাতে আসন্ন গ্রীষ্ম নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ছে সবারই। এরই পাশাপাশি চিন্তা শুরু হয়েছে গ্রীষ্মে বিদ্যুতের চাহিদা নিয়েও। কারণ,গরম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গেই বিদ্যুতের চাহিদা যে আকাশচুম্বী হবে সেটাই স্বাভাবিক আর তার স্বীকার করেও নিচ্ছেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতরের কর্তারা। চাহিদা জোগানে সমতা রক্ষা না হলেই বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে পড়তে হবে রাজ্যবাসীকে। এই প্রসঙ্গেই এবার বিদ্যুৎ চাহিদা কত হতে চলেছে তার আগাম আভাস শুক্রবার দিয়ে রাখলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

তথ্য বলছে, গত মরসুমে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৯২০০ মেগাওয়াট। সিইএসসি'র বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২৬০০ মেগাওয়াট। চলতি মরসুমে গত মরসুমের তুলনায় চাহিদা আরও প্রায় ৬-৭ শতাংশ বাড়বে। আর এটাই বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে উদ্বেগের বলেই সূত্রে খবর। যদিও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দাবি, এ সংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারির জন্য ইতিমধ্যে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। পরিস্থিতি বারবার পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত কয়লা রয়েছে রাজ্যের কাছে। তাই গরম বাড়লেও তা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট রসদ মজুদ রয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে, শুক্রবার এমনই দাবি করেন অরূপ বিশ্বাস। একইসঙ্গে তিনি এদিন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির দিকেও আঙুল তোলেন।

অরূপ বলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে বিদ্যুতের দাম বেড়ে চলেছে। সেখানে এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম ৭ টাকা ১২ পয়সা রয়েছে। বিদ্যুতের দাম কোনওভাবেই বাড়ানো হবে না। তবে বিদ্যুৎ দপ্তরের যাবতীয় সাবস্টেশন এবং বিদ্যুৎ পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় কাঠামোকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। তাতে বেশ খরচ হচ্ছে বলে বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রের খবর।

উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস বদলে অনুমোদন দিল বিকাশ ভবন, আগামী শিক্ষাবর্ষেই নতুন পাঠ্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাস বদলানোর ক্ষেত্রে অনুমোদন দিল বিকাশ ভবন। ফলে চলতি বছরে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী একাদশ শ্রেণির পাঠনপাঠন হবে। সূত্রের খবর, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষার্থীরা নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষা দেবেন। বিকাশ ভবনের ছাড়পত্র মেলার পর নতুন বইও বাজারে আসতে চলেছে। পরিবর্তিত সিলেবাসের বই শীঘ্রই আসছে বাজারে।

সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। চালু করা হয়েছে সেমেস্টার সিস্টেম। তবে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সিলেবাস পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়নি।

প্রায় ১২ বছর আগে উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাসে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। এক দশকের বেশি সময় পর ফের বদলাচ্ছে সিলেবাস। সূত্রের খবর, বাংলা, ইংরেজির সিলেবাসের বেশিরভাগটাই বদলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব একটা বদল আসছে না। এদিকে ইতিহাসের সিলেবাস আরও আধুনিক করা হচ্ছে।

শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নিয়ে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ যাচ্ছে প্রাচীন ইতিহাসের একটা বড় অংশ। স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনাক্রমের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। একেবারে সাম্প্রতিক ঘটনারও উল্লেখ থাকবে বলে সূত্রের খবর। যেমন ভারতে হওয়া জি ২০ সম্মেলনের কথাও উল্লেখ থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

বাংলা ও ইংরেজির প্রায় সব পদ্য ও গদ্য পরিবর্তন করা হচ্ছে বলেও সূত্রের খবর। এছাড়া বাণিজ্য বিভাগে বা কমার্সে আধুনিক বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যেমন জিএসটি থাকতে পারে পাঠ্যক্রমে। বিজ্ঞানের সিলেবাসে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। সূত্রে খবর, চলতি মাসেই আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে নতুন সিলেবাস।

এদিকে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই শুরু হচ্ছে সেমিস্টার সিস্টেম। অর্থাৎ দু বছরে চার বার পরীক্ষা হবে। দুই সেমিস্টারের প্রাপ্ত নম্বর গড় করে প্রকাশ করা হবে ফলাফল।

মহিলার গলায় ওড়না জড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার পুকুর থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাতসকালে গলায় ওড়না জড়ানো অবস্থায় পুকুর থেকে উদ্ধার হল মহিলার দেহ। ঘটনাস্থল পর্ণশ্রী থানা এলাকার শ্যামসুন্দরপল্লি। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে রাস্তায় ধারে পুকুরে এক মহিলার দেহ ভেসে ওঠে। তা নজরে আসে প্রাতঃভ্রমণে বের হওয়া এলাকার বাসিন্দাদের। দেহটি পুকুরে ভেসে থাকতে দেখে খবর দেন পর্ণশ্রী থানায়। এরপরই পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে।

এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা এও জানিয়েছেন, মহিলার মুখে ওড়না জড়ানো ছিল, পায়ে চটিও ছিল। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, ওই মহিলা এলাকার বাসিন্দা নন। সঙ্গে এও জানিয়েছেন, প্রতি রাতেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই পুকুর পাড়ে বহু মানুষজন বসে আড্ডা মারেন। দোকানপাটও খোলা থাকে। এদিকে স্থানীয় মানুষদের সন্দেহ, কোন জায়গা থেকে হয়তো খুন করে একে এই পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। খুন না আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের এই পুকুর পাড়ে অনেক রাত পর্যন্ত লোকজন বসে গল্পআড্ডা মারে। এলাকার দোকানও খোলা থাকে। কাউকে তো পুকুরে ঝাঁপ দিতে কেউ দেখেননি। আর যদি ঝাঁপই দেন, তাহলে আবার ওড়নার ফাঁস কীভাবে থাকবে। মনে হচ্ছে, কোথাও গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করেই ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশকে আমরা সবটা জানিয়েছি।'

শিশুদের বাক প্রতিবন্ধকতা রুখতে পথ দেখাচ্ছে অল্টারনেটিভ স্টিমুলেশান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অটিজম,সেরিব্রাল পালসি বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা অনেক সময় কথা বলতে বা নিজেদের ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে না।

কি বলতে চাইছে তা বুঝতে পারলেও বোঝাতে পারে না। যারা হয়তো কোনদিনই কথা বলতে পারছে না বা পারবে না, এই ধরনের শিশু বা যুবদের কিভাবে অল্টারনেটিভ বা অগমেনটেটিভ কমিউনিকেশনের মাধ্যমে তারা তাদের ভাব প্রকাশ করতে পারে তা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার লেকটাউনে। যেখানে কথা বলতে না পারা এবং স্পিচ ও ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসওর্ডারে আক্রান্ত শিশু এবং তাদের বাবা-মায়েরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিশিষ্ট বাক ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞ ও কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালের স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথলজিস্ট ম. শাহিদুল আরেফিন বলেন, অল্টারনেটিভ বা অগমেনটেটিভ

কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যদি একটি শিশুর স্পিচ ও ল্যাঙ্গুয়েজ স্টিমুলেশন সঠিকভাবে করা যায় তাহলে কথা বলা বা কমিউনিকেশনের সমস্যা খুব দ্রুত মিটে যাবে। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে অনেক অটিস্টিক শিশু রয়েছেন যারা এই ধরনের সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকদের কাছে আসেন। তাদের মধ্যে এখনো অনেক সচেতনতার অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে এরকম কর্মশালা আরো করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।' তিনি বলেন, যদি কোন শিশুর স্পিচ বা ল্যাঙ্গুয়েজ এর সমস্যা থাকে তাহলে প্রথমেই তার বাবা-মায়ের উচিত কোন বিশেষজ্ঞ স্পীচ ও ল্যাংগুয়েজ প্যাথলজিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া যে তার সমস্যা কতটা এবং সেই সঙ্গে অল্টারনেটিভ বা 'অগমেনটেটিভ কমিউনিকেশন কখন কিভাবে করতে হবে সেই ব্যাপারে ধারণা তৈরি করা।

'জনগর্জন'-এর জেরে শনিবার থেকেই কমবে বাস ! সপ্তাহ শেষে ভোগান্তির আশঙ্কা

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: তৃণমূলের 'জনগর্জন'। আর তার জেরেই সপ্তহান্তে কমতে চলেছে বাসের সংখ্যা। রবিবার শাসকদল তৃণমূলের জনগর্জন সভার জন্য কর্মী নিয়ে যেতে বাসের দরকার। তার জেরেই শনিবার থেকে বাস তুলে নেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকদের। বিভিন্ন জেলা থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্রিগেডে নিয়ে আসার জন্য বাসের দরকার। এদিকে বাস কমলে শনিবার এবং রবিবার আমজনতা স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভোগে পড়তে পারেন। তবে এই রাজ্যে এই ছবি নতুন কিছু নয় বলেই জানাচ্ছেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিগেড যে রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন কর্মী-সমর্থকদের জনসমাবেশে নিয়ে আসার ভার পড়ে এই বেসরকারি বাসের ওপরেই, এটাই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে বঙ্গ রাজনীতিতে। তবে শাসকদলের ব্রিগেড সমাবেশ হলে এই চাপটা একটু বেশিই থাকে তা এককথায় মেনে নেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক।

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সামনে এল আরও এক তথ্য। রবিবারের ব্রিগেডে সমাবেশে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরেই পাঠানো হচ্ছে ৮০০ থেকে ১০০০ বাস। এছাড়াও অন্যান্য জেলা তো রয়েছেই। হিসেবে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে শনিবার এবং রবিবার হাতে গোনা বেসরকারি বাস মিলবে কলকাতার রাস্তায়। এরই পাশাপাশি যে প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই আসে তা হল রাজনৈতিক জনসামবেশে এই সব বাস পাঠানো হলেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক মেলে কি না তা নিয়ে। এই প্রশ্নের উত্তরে তপনবাবু জানান, টাকা দেওয়া হয়। অর্থের ক্ষেত্রে কোনও কার্পণ্য করা হয় না কোনও রাজনৈতিক দলের তরফ থেকেই। আর রবিবার যেহেতু শাসকদলের সমাবেশ সেখানে আর্থিক কার্পণ্যের কোনও প্রশ্নই নেই। এদিকে ব্রিগেডে এদিন এই জনসমাবেশের পাশাপাশি রাতে যুবভারতীতে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ডার্বিও। এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক ফুটবলপ্রেমীদের নিয়ে বেশ এক আশঙ্কার কথাই শোনালেন। কারণ, এই ব্রিগেডকে কেন্দ্র করে যে বিপুল সংখ্যক বাস কলকাতার রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে তাতে কলকাতা এবং জেলার ফুটবলপ্রেমীরা যে সমস্যার মধ্যে পড়তে চলেছেন সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই তাঁর। কারণ, যে সব বাস রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আসবেন, তাঁদের ওপরেই দায়িত্ব থাকবে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ারও। ফলে রবিবার বেসরাকির বাসের এক বিপুল ঘাটতি থাকবে। এদিকে মেট্রো থাকলেও যুবভারতীর বিপুল দর্শককে সামাল দেওয়া শুধু মেট্রোর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে করেন তিনি। আর যাঁরা রেলপথে আসবেন তাঁদের শিয়ালদা বা বিধাননগর স্টেশনে আসার পর যুবভারতীতে পৌঁছাতে বাসের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। এই রবিবার সেখানে বাস একেবারেই থাকবে না। শুধু তাই নয়, রবিবারের ডার্বির সময়টাও রাতে। ফলে যুবভারতীতে পৌঁছনো থেকে শুরু করে বাড়ি ফেরার ক্ষেত্রে এক বড় সমস্যায় পড়তে পারেন ফুটবলপ্রেমীরা।

ব্রিগেড যে রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন কর্মী-সমর্থকদের জনসমাবেশে নিয়ে আসার ভার পড়ে এই বেসরকারি বাসের ওপরেই, এটাই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে বঙ্গ রাজনীতিতে। তবে শাসকদলের ব্রিগেড সমাবেশ হলে এই চাপটা একটু বেশিই থাকে তা এককথায় মেনে নেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক।

শুধু বাসের সমস্যাই নয়, সড়কপথে যাতায়াতে এদিন সমস্যা হওয়ার আশঙ্কাও করছেন বাস মালিকেরা। ব্রিগেডে আসার জন্য বিভিন্ন জেলার কর্মী- সমর্থকেরা বাইপাস দিয়ে যাতায়াত বেশি পছন্দ করেন। সেক্ষেত্রে দিনভর একটা বড় চাপ থাকবে বাইপাসের ওপর। এদিকে ডার্বি হচ্ছে বাইপাসের পাশেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ফলে সমস্যা একটা থেকেই যাবে। তবে এখন এটাই দেখার শাসকদলের ব্রিগেড সমাবেশকে কতটা পিছনে ফেলতে পারে ইস্ট-মোহন নিয়ে বাঙালির ফুটবল আবেগ!

টিটাগড় গুলি কাণ্ডে পুলিশের জালে চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রতিবেশীদের কাজিয়ার জেরে টিটাগড় থানার আলি হায়দার রোডের মাঠ পাড়ায় গত ২ মার্চ সকালে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। মাঠ পাড়ার বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক মেহবুব রাজা ওরফে রাহুলের ডান হাতে গুলি লেগেছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ঘটনার দিন আক্রান্ত মেহবুব রাজার প্রতিবেশী মহম্মদ হাসরাত ওরফে আমনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ঘটনায় অভিযুক্ত বাকিরা পলাতক ছিল। শুক্রবার বিকেলে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল কুলদীপ সোনাওয়ানে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে টিটাগড় আলি হায়দার রোডে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। আক্রান্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনায় অভিযুক্ত চারজনকে পাকড়াও করা হয়েছে। ডিসি সেন্ট্রাল জানান, তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে মহম্মদ হাসরাতউদ্দিন ওরফে আমনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের নাম জানা যায়। এরপর আনোয়ার হোসেনকে পাকড়াও করা হয়। শেষে ঘটনায় জড়িত আশরাফ আলি ও শেখ টিংকুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিসি সেন্ট্রাল জানান, ওরা আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে পেয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি গুলি কাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

সম্পাদকীয়

এজেন্সিগুলোর স্বচ্ছতা ফেরাতে ও তাদের স্বাধীন করে তোলা একান্ত জরুরি

মোদি সরকারের মন্ত্রী যে দাবিই করুন না কেন, আদালতগুলির একাধিক পর্যবেক্ষণ তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তারা অতঃপর সিবিআইয়ের হতাশাজনক পারফর্ম্যান্সের পংক্তিতে রেখেছে ইডি, আইটি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকেও! সাধারণ মানুষেরও প্রশ্ন, মোদি সরকার দুর্নীতির অবসানে আন্তরিক হলে সিঙ্গল ইঞ্জিন, ডাবল ইঞ্জিন বিভাজনের রাজনীতি করছে কেন? ইডি, সিবিআই, আইটির পাইকারি তৎপরতা বাংলার মানুষ কয়েক বছর ধরেই দেখছে। বঙ্গবাসীর অভিজ্ঞতা বলে, কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'পারফর্ম্যান্স' ভয়াবহ আকার নিয়েছে ২০২১ সালে বিজেপির রাজনৈতিক স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর থেকে। অথচ বাংলাতেই একই দোষে দুষ্ট গেরুয়া নেতাদের গায়ে সামান্য আঁচড়ও দেওয়ার সাহস দেখায়নি মোদির এজেন্সিগুলি। তাদের অতিতৎপরতা জারি রয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, হেমন্ত সোরেনের মতো হেভিওয়েট বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধেও। অজিত অনন্তরাও পাওয়ার গেরুয়া শিবিরের হাত ধরার আগে পর্যন্ত মুম্বই তথা মহারাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাপাদাপি দেখে নিয়েছে ভারতবাসী। কর্ণাটকে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে গত মে মাসে। বেঙ্গালুরু থেকে বিজেপিকে উৎখাতের নায়কের নাম কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার। তাঁরই অসামান্য দক্ষতায়, বস্তুত, গোটা দক্ষিণ ভারত বিজেপির জন্য এক 'নেই রাজ্য' হয়ে গিয়েছে! এহেন নেতা শিবকুমারই কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এই 'কিল' হজম করা যে মোদি-শাহদের পক্ষে মোটেই সহজ নয়! গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় জবাবটা রাজনৈতিক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মোদিযুগ 'নিউ নর্মাল' প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া। তার জন্য গেরুয়া শাসকের এক ও অদ্বিতীয় হাতিয়ারের নাম কেন্দ্রীয় এজেন্সি। কংগ্রেসের এই ক্রাইসিস ম্যানেজারের পিছনে মোদির প্রশাসন পড়ে রয়েছে ২০১৭ থেকে। আয়কর ফাঁকি এবং হাওলা-যোগের অভিযোগ নিয়ে তাঁকে লাগাতার হেনস্তা করা হয়েছে। ২০১৯-এ শিবকুমার একবার গ্রেপ্তার হয়ে দ্রুত জামিনও পান। তাঁর বরং পাল্টা অভিযোগ ছিল, সবটাই বিজেপির ষড়যন্ত্র। কিন্তু শাসক দলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগকে আমল দেয়নি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি। ইডির মামলা খারিজের দাবিতে হাইকোর্টের পর্ব শেষ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শিবকুমার। অবশেষে মঙ্গলবার সেখানেই বিরাট স্বস্তি পেয়েছেন তিনি, খারিজ হয়ে গিয়েছে ইডির অভিযোগ। শিবকুমারের বিরুদ্ধে আনা ওই অভিযোগ নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। সব মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিরাট আইনি স্বস্তি পেল কংগ্রস এবং মুখ পুড়ল ইডি ও বিজেপির। যেখানে যত দুর্নীতির অভযোগ আছে তার অবশ্যই তদন্ত ও বিচার হওয়া জরুরি। কিন্তু তার পিছনে একটি ক্ষেত্রেও যেন কোনওরকম রাজনৈতিক মতলব কিংবা ব্ল্যাক মেইলিংয়ের অভিপ্রায় না থাকে। এজেন্সিগুলির কাজে স্বচ্ছতা ফেরাতে, তাদের প্রকৃত সাহসী ও স্বাধীন করে তুলতে আমূল সংস্কারও জরুরি।

আনন্দকথা

তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

''কিন্তু এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে, সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

''আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ওই মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

''সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জাকির হুসেন

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ করণ সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট তবলাবাদক জাকির হুসেনের জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ শামির জন্মদিন।*

গতকাল একই সঙ্গে পালিত হল শিবরাত্রি এবং নারী দিবস। দুটোই মেয়েদের ব্যাপার। সেই নারী দিবস নিয়েই কলম ধরলেন কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ

নারী 'দি বস'

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের একটি সূচ তৈরি করখানার মহিলা শ্রমিকেরা প্রথম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন।

কারখানার ভিতরে অমানবিক পরিবেশ, ১২ ঘণ্টার কাজ, পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা এক প্রতিবাদ মিছিলও বের করেন।

কিন্তু পুলিশ ওই শান্তিপূর্ণ মিছিলে মহিলা শ্রমিকদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায়। বহু মহিলা শ্রমিককে আটকও করে।

এই অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুধু মহিলারাই নন, পুরুষরাও ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন। তারই জেরে প্রায় তিন বছর পরে ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের ওই সূচ কারখানার মহিলা শ্রমিকেরা সবাই মিলে একসঙ্গে জোট বাঁধেন।

আর ওই জোটেরই নানান পদক্ষেপের মধ্যে দিয়েই একটু একটু করে দানা বাঁধতে থাকে মহিলা শ্রমিকদের আন্দোলন। এক সময় সেই আন্দোলন ওই কারখানার গণ্ডি ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য কারখানার মহিলা শ্রমিকদের মধ্যেও।

১৯০৮ সালে জার্মান সমাজতন্ত্রী নারী, নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয় জার্মানিতে। ওই সম্মেলনে নারীদের ন্যায্য মজুরি, পুরুষদের মতো কাজের নির্দিষ্ট সময় এবং ভোটাধিকারের দাবি তুলে ধরা হয়।

ওই বছরই, মানে ১৯০৮ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ আমেরিকা, নিউ ইয়র্কের বস্ত্র শ্রমিকেরা তাঁদের কাজের সম্মান আদায়ের জন্য, মানে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী কাজ এবং তার জন্য পুরুষদের সমান বেতন— এই দাবিতে শুরু করেন হরতাল।

১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, না, আর মহিলা সম্মেলন নয়, আমেরিকায় প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস (International Woman's Day) উদযাপন করা হয়।

১৯১০ সালের ১৯ মার্চ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ। সেখানে ১৭টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সেই সম্মেলনেই ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চকে সম্মান জানানোর জন্য ৮ মার্চকেই আন্তর্জাতিক নারী*দিবস*হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সেখানেই নারীর কাজের অধিকার, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কাজ এবং বেতনের বৈষম্যের অবসানের জন্য গলা তুলেছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। একই সঙ্গে রাশিয়ার মহিলা শ্রমিকরাও 'রুটি ও শান্তি'র দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক নারী*দিবস*পালন করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধিতা করেন।

ইউরোপের নারীরাও ৮ মার্চ শান্তির জন্য বিশাল মিছিলে বের করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

১৯১১ সালে প্রথম ৮ মার্চ দিনটিকে নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯১৪ সাল থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ওই*দিনটিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই পালন করা হতে থাকে।

তার অনেক পরে ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘও ওই দিনটিকে পালন করতে থাকে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ওই দিনটি পালন করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

এ সময় জাতিসংঘ এই দিনটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ওই দিনটিকে পালন করার জন্য আহ্বান জানায়। এর ফলে অধিকার বঞ্চিত নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার পথ অনেকটাই সুগম হয়।

নারীর অধিকার রক্ষা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এটি নিঃসন্দেহে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে।

এই দিনটি পালন করার উদ্দেশ্যই হল, বিশ্বব্যাপী নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের কাজের প্রশংসা এবং ভালবাসা প্রকাশ করা।

যদিও বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারী দিবস উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক রকম। কোথাও নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানোটাই মুখ্য বিষয়, কোথাও আবার

১৯১০ সালের ১৯ মার্চ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ। সেখানে ১৭টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সেই সম্মেলনেই ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চকে সম্মান জানানোর জন্য ৮ মার্চকেই আন্তর্জাতিক নারী*দিবস*হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখানেই নারীর কাজের অধিকার, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কাজ এবং বেতনের বৈষম্যের অবসানের জন্য গলা তুলেছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। একই সঙ্গে রাশিয়ার মহিলা শ্রমিকরাও 'রুটি ও শান্তি'র দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক নারী*দিবস*পালন করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। ইউরোপের নারীরাও ৮ মার্চ শান্তির জন্য বিশাল মিছিলে বের করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৯১১ সালে প্রথম ৮ মার্চ দিনটিকে নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯১৪ সাল থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ওই*দিনটিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই পালন করা হতে থাকে। তার অনেক পরে ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘও ওই দিনটিকে পালন করতে থাকে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ওই দিনটি পালন করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এ সময় জাতিসংঘ এই দিনটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ওই দিনটিকে পালন করার জন্য আহ্বান জানায়। এর ফলে অধিকার বঞ্চিত নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার পথ অনেকটাই সুগম হয়। নারীর অধিকার রক্ষা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এটি নিঃসন্দেহে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে।

মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি বেশি গুরুত্ব পায়। কোথাও বা নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ দিনটিকে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রদের নারীর অধিকার ও বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করার আহ্বান জানায়। এই 'আন্তর্জাতিক নারী*দিবসটির নাম অবশ্য আগে 'আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস' ছিল।

এই*দিন সমস্ত মেয়েকে বাড়িতে এবং অফিসে বিশেষ উপহার দেওয়া হয়। হাতে তুলে দেওয়া হয় গোলাপ, চকোলেট আর নানান রকম উপহার। অনেক অফিস মেয়েদের জন্য বেশ জমকালো পার্টিও দিয়ে থাকে। কিছু অফিসে এই দিন হাফ ডে ছুটিও থাকে মহিলা কর্মীদের জন্য।

কোনও কোনও দেশে এই* দিনটি সরকারি ছুটি হিসেবেও পালিত হয়। যেমন রাশিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম, ইউক্রেন-সহ বেশ কয়েকটি দেশে। আবার চিন, মেসিডোনিয়া, নেপাল ও মাদাগাস্কারে শুধু নারীরাই এই*দিনটিতে সরকারি ছুটি ভোগ করেন।

এই নারীদের কথা ভেবেই জাতিসংঘ প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী*দিবস*উপলক্ষ্যে নতুন থিম ঘোষণা করে। এই থিম ঘোষণা করা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সাল থেকে। সেই বছর থেকে পর পর জাতিসংঘের ঘোষিত থিম হল—

১৯৯৬ অতীত উদযাপন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
১৯৯৭ নারী এবং শান্তি।
১৯৯৮ নারী এবং মানবাধিকার।
১৯৯৯ নারী প্রতি সহিংসতামুক্ত পৃথিবী ।
২০০০ শান্তি স্থাপনে একতাবদ্ধ নারী।
২০০১ নারী ও শান্তি সংঘাতের সময় নারীর অবস্থান।
২০০২ আফগানিস্তানের নারীদের বাস্তব অবস্থা ও ভবিষ্যৎ।
২০০৩ লিঙ্গ সমতা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা।
২০০৪ নারী এবং এইচ আই ভি/এইডস।
২০০৫ লিঙ্গ সমতার মাধ্যমে নিরাপদ ভবিষ্যৎ।
২০০৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী।
২০০৭ নারী ও নারী শিশুর ওপর সহিংসতার দায়মুক্তির সমাপ্তি।
২০০৮ নারী ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ।
২০০৯ নারী ও কিশোরীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নারী-পুরুষের একতা।
২০১০ সমান অধিকার, সমান সুযোগ— সকলের অগ্রগতি।
২০১১ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ।
২০১২ গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন— ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমাপ্তি।
২০১৩ নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়।
২০১৪ নারীর সমান অধিকার সকলের অগ্রগতির নিশ্চয়তা।
২০১৫ নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবতার উন্নয়ন।
২০১৬ অধিকার মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান।
২০১৭ নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব কর্মে নতুন মাত্রা।
২০১৮ সময় এখন নারীর উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরের কর্ম-জীবনধারা।
২০১৯ সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো। নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো।
২০২০ আমি সমলিঙ্গের প্রতীক নারীর সমস্ত অধিকার নিয়ে জন্মেছি।
২০২১ নেতৃত্বে নারী কোভিড ১৯ পৃথিবীতে সমান ভবিষ্যৎ লাভ।
২০২২ টেকসই আগামীকালের জন্য আজ লিঙ্গ সমতা।
২০২৩ 'ডিজিটাল লিঙ্গ সমতার জন্য উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি'।

আর এ বছর, মানে ২০২৪-এর থিম হল, ইনস্পায়ার ইনক্লুশন নারীদের মধ্যে বিনিয়োগ করুন, অগ্রগতি ত্বরান্বিত করুন।

গত ২৯ বছর ধরে এই রকম চোখ-ধাঁধানো অত্যন্ত আকর্ষণীয় থিম নির্ধারণ করা হলেও, বাস্তবে কিন্তু এর কোনওটিই সফলতার মুখ সে ভাবে দেখেনি। ফলে বছরের এই একটি দিনে আমরা পুরুষরা যতই মুখে বলি— 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'। কথাটি কিন্তু শুধু কথার কথাই রয়ে গিয়েছে।

তবু সারা বছর ধরে মেয়েরা যতই অবহেলিত, বঞ্চিত এবং অন্যায়ের শিকার হোন না কেন, বছরের অন্তত এই একটি দিন, শুধু এই একটি*দিন, মানে এই ৮ মার্চ আমরা মনেপ্রাণে মানার চেষ্টা করব নারীরাই বস। সুতরাং আসুন, আমরা জোর গলায় বলি — আজ নারীই 'দি বস'।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

১২ মার্চ হাবড়ায় জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী, জেলাজুড়ে চলছে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: প্রধানমন্ত্রীর পর এবার মুখ্যমন্ত্রী আসছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে এই জেলায়। গত ৬ মার্চ বারাসাতে কাছারি ময়দানে এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ ১২ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া বাণীপুর আম্বেদকর স্পোর্টস একাডেমির মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান সভা করতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আগামী ২০ মার্চ বসিরহাটে জনসভা করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি সহ গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী এসে সন্দেশখালি নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে গেছেন। তারপরেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বরা। মুখ্যমন্ত্রীর আসাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদেরদের মধ্যে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। শুক্রবার সভাস্থলের মাঠ পরিদর্শনে যান জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি, বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতিস্কা ঝাকারিয়া, অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক, হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা ও দলীয় নেতা কর্মীরা। নারায়ণ সাহা জানান, যদি বড় কোনও ঘটনা না ঘটে তবে আগামী মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ আকাশ পথে হাবড়ায় আসবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং হাবড়ায় তিনি সভা করবেন। সেক্ষেত্রে সভাস্থলের পাশেই হ্যালিপ্যাড তৈরি হচ্ছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, আগামী ১২ মার্চ হাবড়ায় সরকারি পরিষেবা প্রদান সভায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২০ মার্চ বসিরহাটে জনসভা করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই রাজনৈতিক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে। তিনি আরও বলেন, আপাতত পাখির চোখ রবিবার ব্রিগেডের জনগর্জন সভা। রাজনৈতিক মহলের দাবি, সন্দেশখালি নিয়ে অনেকটাই ব্যাকফুটে শাসক দল। ড্যামেজ কন্ট্রোলে রাজ্য সরকার সেখানে লাগাতার উন্নয়নের কাজ করে চললেও মানুষের মন থেকে সন্দেশখালি মুছে ফেলতে সময় লাগবে। ফলে কর্মীদের মধ্যে নিরাশা কাজ করছে। এমত অবস্থায় দলের দুই শীর্ষ নেতা নেত্রীকে কাছে পেয়ে কর্মীদের মনোবল বাড়বে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারেও গতি বাড়বে।

হাতুড়ে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু গৃহবধূর, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: নারী দিবসে হাতুড়ে ডাক্তারের কেরামতিতে প্রাণ গেল এক মহিলার, অবৈধভাবে গর্ভপাত করাতে এসে হাতুড়ে ডাক্তারের কেরামতিতে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। এই ঘটনায় পুলিশ আটক করেছে অবৈধ গর্ভপাতের সঙ্গে যুক্ত থাকা হাতুড়ি ডাক্তারকে এবং এই চক্রের দালালকে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে অশোকনগর থানার তিন নম্বর রেলগেট লাগোয়া এলাকায়। জানা যায়, হাবড়ার শ্রীনগর এলাকার বাসিন্দা বছর ৩৬ এর গৃহবধূ টুকি বিশ্বাস এদিন দুপুরে এক দালাল মারফত অশোকনগর তিন নম্বর রেলগেট লাগোয়া নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দেওয়া মনোজ বিশ্বাসের ওষুধের দোকানে আসেন এবং কোনও পরিকাঠামো ছাড়াই তিনমাসের গর্ভবতী এই মহিলার গর্ভপাত করাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এই গৃহবধূ। কিছু সময় পরেই মহিলার মৃত্যু হয় আর এই ঘটনা বেশ কয়েক ঘণ্টা চেপে রাখার পরে যখন গৃহবধূর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। তখনই ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার মানুষ, খবর দেওয়া হয় অশোকনগর থানায়। এরপরেই পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় অশোকনগর হাসপাতালে। পাশপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে গৃহবধূর বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হলে তারা হাসপাতালে ছুটে আসে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশ আটক করে ওই হাতুড়ে ডাক্তারকে এবং অবৈধ গর্ভপাত চক্রের এক দালালকে। নারী দিবসে হাতুড়ে ডাক্তারের কেরামতিতে অবৈধভাবে গর্ভপাত এবং তরতাজা এই মহিলার মৃত্যুতে উঠছে নানা প্রশ্ন। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন মৃত গৃহবধূর পরিবার এবং স্থানীয়রা।

শুক্রবার মহা শিবরাত্রি। ভোর থেকেই শিব ভক্তদের দীর্ঘ লাইন বীরভূমের বক্রেশ্বর শিবধামে। শিবচতুর্দশী তিথি শুরু হচ্ছে রাত্রি আটটা নাগাদ। সেই তিথি থাকছে শনিবার সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত। বীরভূম জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এবং বক্রেশ্বর মন্দির ও সেবাইত উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে নিরাপত্তা সহ সমস্ত দিকের ও পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে।

আমোদপুরে সাঁইথিয়া ব্লক উন্নয়ন অফিসে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা টেগোর অর্গানাইজেশন এবং সাঁইথিয়া সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও সুজন কুমার পান্ডে। শুক্রবার নারী দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন নিগমের 'স্বাবলম্বন' প্রকল্পের ৩০ জন কৃতি ট্রেনিদের হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, পাশাপাশি নিঃস্বার্থ সমাজ সেবিকা হিসেবে এ বছরের বিশিষ্ট 'নারী সম্মান' প্রদান করা হয় কৃষ্ণমাধুরী মহান্তকে। এদিনের অনুষ্ঠান শেষে বাল্যবিবাহ রোধে সমাজ সচেতনতামূলক নাটক পরিবেশিত হয়।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী যেন ভূমিপুত্র হয়, দাবি ভোটারদের ও কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুয়ারে নির্বাচন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাকি রাজনৈতিক দলগুলি এখনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি। বিজেপি প্রার্থীর প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা প্রস্তুত হয়ে আছে কবে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। গতবার হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল পরাজিত হয়েছিল। এইবার হুগলি লোকসভার অধীনে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীদের বক্তব্য ও ভোটাররাও চাইছেন এখানে একজন জবরদস্ত ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করতে অর্থাৎ দল যেন ভূমিপুত্রকেই প্রার্থী করেন যিনি এই লোকসভা কেন্দ্রের অলি গলি প্রতিটি রাস্তা গ্রাম ভালো করে চেনেন জানেন তাহলে লড়াইটা খুব ভালো হবে। শুধু তাই নয়, তৃণমূল জিতে যেতে পারে আর বাইরের প্রার্থী হলে সব দিকেই সমস্যা। বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু ভোটারদের বক্তব্য, ভূমিপুত্র হলে সবসময় তাকে আমরা পাব। তিনি আমাদের সমস্যা বুঝবেন আমাদের কথা শুনবেন দলের কর্মীরাও তাকে পাবেন।

বিকশিত ভারত যাত্রা ট্যাবলোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দেশের শততম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিকশিত ভারত যাত্রা ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি অভিজিৎ তা। শুক্রবার বর্ধমানের ঘৌরদরচটি জেলা পার্টি অফিস থেকে এই দু'টি ট্যাবলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কর্মকর্তারা।এদিনের বিকশিত ভারত যাত্রা ট্যাবলোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা বলেন, 'আগামী ২০৪৭ সালে ভারত বর্ষের একশোতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। সেই উপলক্ষে দেশের প্রতিটি জেলায় জেলায় এই বিকশিত ভারত যাত্রা ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপি প্রধান কার্যালয় থেকে এই ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়।'

অভিজিৎবাবু আরও বলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনের লক্ষ্যে মোদিজি এই সংকল্প গ্রহণ করেছেন। ইকো ভারত গঠন, অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে এই ভারতবর্ষকে আরও উন্নয়নশীল দেশ গঠন করাই হল প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য।'

দলিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি মারফত অবগতির জন্য : যে সুরেন্দ্র ভারতী পিতা শ্রী রাম নায়েক স্টেট ব্যাঙ্ক আব ইন্ডিয়ার কর্মী এবং স্বত্বাধিকারী রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ৩৬৬-১৯৯৮ সালের- এডিএসআর, বর্ধমান। উক্ত দলিলের স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, পারবীরহাটা শাখায় দলিল বন্ধক রেখে গৃহ ঋণ পেয়েছিল। উক্ত গৃহ ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ১০২৩৩৩৯৬২৫৩, ১০২৩৩৩৯৬২৬৪, ৩০০০৫০২৪১৩৮ এবং ৩৫১১৩৮৩৮০৫৯। পারবীরহাটা শাখায় বিগত ০৫.০৮.২০২২ তারিখে ঝুঁকি সন্ধানী অভ্যন্তরীন নিরীক্ষার সময়ে দেখা যায় উক্ত রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৩৬৬-১৯৯৮ সালের, এডিএসআর-বর্ধমান, আমাদের মক্কেল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের মক্কেল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সাধারণ ডায়েরি বর্ধমান থানায় উল্লেখ্য জি ডি নং ১৬ তারিখ ০১.০৩.২০২৪ দায়ের করেছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত দলিল সম্পর্কে আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে শাখা প্রবন্ধক,স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,পারবীরহাটা শাখা,পো : শ্রীপল্লি,থানা : বর্ধমান এবং জেলা : পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১০৩ এর নিকট লিখিতভাবে জানাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট সময়ের পরবর্তীতে কোনও দাবি বা আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

সোহম সোম, অ্যাডভোকেট,
নৈবেদ্য, বড়বালিডাঙ্গা, পো : শ্রীপল্লি, থানা : বর্ধমান এবং জেলা : পূর্ব বর্ধমান
মো- নং ৯৪৭৪০৪২৫৪০

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক | punjab national bank

জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩২১৬, ই-মেইল: zs8344@pnb.co.in

সংশোধনী

গত ইংরাজি ০৮০৩.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত **ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে (ঋণগ্রহীতা, মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ, ই-অকশনের তারিখ- ০২.০৪.২০২৪)** ডানদিকে সর্বনিম্নে- 'অজয় কুমার জয়সওয়াল, চিফ ম্যানেজার, অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' -এর পরিবর্তে **'সুধী রঞ্জন পাত্র, চিফ ম্যানেজার, অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক'** পড়তে হবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড

রেজি.অফিস: দ্য চেম্বারস, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০১০৭
CIN: 70101WB1981PTC034275, ইমেল : sandeep@skagarwal.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে নোটিফিকেশন নং ডিএনবিআর (পিডি) ০২৯/সিজিএম (সিডিএস)-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইস্যুকৃত এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, জি আর কে হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬/২০১৩ গঠিত একটি কোম্পানি এবং ...

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.০৩.২০২৪

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : ৩এ আপার উড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ, ২য় তল, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট - IV
(দ্রষ্টব্য রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

...

স্থান : ডানকুনি, হুগলি | অনুমোদিত অফিসার ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

SBI

A/c No- 38912920556 (HBL)

...

তারিখ - ০৭.০৩.২০২৪, স্থান - হাওড়া | অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]/১৬(৩)

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

কেস নং : ওএ/২২৯/২০২২

...

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল - ৩

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]/১৬(৩)

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

কেস নং : ওএ/২৩০/২০২২

উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) ...

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল - ৩

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ফর্ম জি
সবেরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

...

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)

AXIS FINANCE

Ref. No. AFL/CO/2024-25/Legal/JAN/17 | তারিখ ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩

...

অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

শাহজাহানের প্রসঙ্গ টেনে তোলাবাজি নিয়ে কড়া বার্তা তৃণমূল ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সন্দেশখালির শাহজাহানের প্রসঙ্গ টেনে দলের নেতা কর্মীদের কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। ব্রিগেডে জনগর্জন সভার প্রস্তুতিতে ওন্দা ব্লক তৃণমূলের প্রস্তুতি পথসভায় বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লক তৃণমূল সভাপতির বার্তা, অন্যায়কে দল প্রশ্রয় দেবে না। ওন্দা এলাকায় কেউ তোলাবাজি করলে দল সেই নেতার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। দলের কোন নেতাকে এমন বার্তা দিলেন ওন্দা ব্লক তৃণমূল সভাপতি উত্তম বিট, তা এদিন স্পষ্ট করেননি তিনি। বিজেপির কটাক্ষ, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আসলে তোলার ভাগ কম পেয়ে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের তৃণমূল নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় তোলাবাজি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছে বিরোধী বিজেপি। তৃণমূল পরিচালিত ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে একই অভিযোগে সরব হতে দেখা গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বকে। কিন্তু এবার দলের তোলাবাজি নিয়ে হুঁশিয়ারির সুর শোনা গেল খোদ তৃণমূল ব্লক সভাপতির মুখেও।

শুক্রবার ওন্দায় জনগর্জন সভার প্রস্তুতি হিসাবে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখতে উঠে তৃণমূলের ওন্দা ব্লক সভাপতি উত্তম বিট বলেন, 'তৃণমূল অন্যায়কে বরদাস্ত করে না। সন্দেশখালির শাহজাহান তার প্রমাণ। ওন্দাতেও যদি কেউ ভাবে তোলা আদায় করে দল করার চেষ্টা করব, তা বরদাস্ত করা হবে না। দলের কোনও তোলাবাজকে আমরা সমর্থন করব না।' কোন পরিস্থিতিতে এবং দলের কোন নেতার উদ্দেশে এই হুঁশিয়ারি বার্তা দিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি?

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, যে ভাবে সম্প্রতি ওই ব্লক প্রকাশ্য তোলাবাজিতে জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের একাধিক নেতা ও পদাধিকারীর বিরুদ্ধে, তাতে অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে ব্লক নেতৃত্বকে। লোকসভা নির্বাচনের মুখে সেই তোলাবাজির ঘটনা যে ভোটবাক্সে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন শাসকদলের নেতারাও। সেই কারণেই নাম না করে দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও পদাধিকারীদের একাংশকে উদ্দেশ করেই এই হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি।

সভা শেষে তৃণমূলের ওই ব্লক সভাপতি কিছুটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন দলের অন্দরেই থাকা তোলাবাজদের পাশে নেই দল। বিজেপি অবশ্য তৃণমূল ব্লক সভাপতির এই বক্তব্য প্রসঙ্গে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির কটাক্ষ, তৃণমূলের ব্লক সভাপতির তোলা কমে যাওয়ার কারণেই এই হুঁশিয়ারি।

ভোট চাইলে সুভাষ সরকারকে ঝাঁটা পেটার নিদান তৃণমূল ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকার গত পাঁচ বছর ধরে এলাকায় আসেনি বা দেখা যায়নি এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য কোনও কাজ করেনি আর এখন লোকসভা নির্বাচনের সময় গ্রামে গ্রামে ভোট চাইতে গেলে মহিলাদের বলছি ঝাঁটা পেটা করে বিদায় করুন, এলাকার মহিলাদের উদ্দেশে এমনই নিদান দিলেন ইন্দপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি রেজাউল খান।

উল্লেখ্য, বাঁকুড়ার ইন্দপুরে তৃণমূল জনগর্জন সভার প্রস্তুতি সভা ছিল। সেই সভায় অংশ নেয় তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী, ইন্দপুর ব্লক সভাপতি রেজাউল খান সহ একাধিক নেতৃত্বরা। পরে ওই সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে ব্লক সভাপতি বলেন, 'এবারের লোকসভা নির্বাচনে আবারও বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন ড. সুভাষ সরকার। অথচ উনি গত পাঁচ বছর ধরে সাংসদ থাকাকালীন তাঁকে এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়নি এবং এলাকার উন্নয়নের কোনও কাজ করেনি। তাই এবার যদি উনি গলায় উত্তরীয় পরে গ্রামে গ্রামে ভোট চাইতে যান, তা হলে মা বোনদের বলছি, তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন কেন তিনি আসেননি এতদিন এলাকায়? ঝাঁটা পেটা করে তাঁকে বিদায় করুন।'

অন্যদিকে বিজেপির বাঁকুড়া জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বিপদতারণ সেনের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস একটা অসভ্য ও চোরে ভরা একটা রাজনৈতিক দল। আর ওই দলের নেতৃত্বদের মুখে কুকথাই বেরবে এটাই স্বাভাবিক।

ফুরফুরা শরিফের পীর দাদা হুজুর প্রতিষ্ঠিত তিনদিনের ১৩৩ তম ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াব শুক্রবার শেষ হল। ৪০ লক্ষ মানুষের সমাগমের সভা থেকে সম্প্রীতির বার্তা দিল পীরসাহেবগণ। প্রার্থনা করা হয় ফিলিস্তিন সহ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য।

মহম্মদ বাজার ব্লকের সাঁইথিয়া বিধানসভার ৬টি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত স্তরের কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখছেন ক্ষুদ্র কুটির ও বস্ত্র শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। উপস্থিত কোর কমিটির কনভেনার তথা সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা সহ মোঃ বাজার তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেডে জনগর্জন সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে এই প্রস্তুতি সভা।

ইউকো আরসিটি হাওড়ার উদ্যোগে পালিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ইউকো ব্যাংকের স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ সংস্থা হাওড়াতে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে সারা বছরব্যাপী এই স্বনিয়োজন প্রশিক্ষণ সেন্টারে বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মহিলারা। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বনির্ভর দলের সদস্যা।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া ডিসট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেলের ডেপুটি পিডি শ্রীমতি কাজুরী চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইউকো আরসিটির ডিরেক্টর শ্রীমতি দীপ্তি কর সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তারা মহিলাদের ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেওয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ এর থিম 'ইন্সপায়ার ইনক্লুশন'কে মাথায় রেখে সমাজে নারীদের জায়গা সম্পর্কে জানতে পারা এবং মহিলারা নিজেদেরকে সম্মানিত ও অন্তর্ভুক্ত যাতে করতে পারে বিভিন্ন কাজে তার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে বক্তব্য রাখা হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীরা যাঁরা বর্তমানে সফল উদ্যোগপতি হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন, সেরকম তিনজনকে নারীশক্তি পুরস্কার ২০২৪ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করেন ইউকো আরসিটির সিনিয়র ফ্যাকাল্টি রাহুল হালদার।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৭.০৩.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স ছবি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি,** খানজাদাপুর, বড়গোহালব্রিজের নিকট,বীরশিবপুর,উলুবেড়িয়া,হাওড়া : ৭১১৩১৬, শ্রী ফজরুলহক মোল্লা (স্বত্বাধিকারী, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) ১১৭/১, আন্দুল রোড, ফ্ল্যাট নং ২ডি,৩য়তল, থানা : শিবপুর, হাওড়া, ৭১১১০৩, আরও ঠিকানা : খানজাদাপুর, বড়গোহালব্রিজ এর নিকট, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া : ৭১১৩১৬, **শ্রীমতি মেহেরুন্নিশা মোল্লা** (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) ১১৭/১, আন্দুল রোড, ফ্ল্যাট নং ২ডি,৩য়তল, থানা : শিবপুর, হাওড়া, ৭১১১০৩, আরও ঠিকানা : খানজাদাপুর, বড়গোহালব্রিজ এর নিকট, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া : ৭১১৩১৬। **শাখা:** এসএমই ফিনান্স, কলকাতা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ২ডি, তৃতীয় তলে, এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৭৯৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া,এশিয়াটিক কমপ্লেক্স নামে পরিচিত ভবনে, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ১১৭/১,আন্দুল রোড, থানা : শিবপুর,ওয়ার্ড নং ৩৯, হাওড়া : ৭১১১০৩, হাওড়া পুরসভা অধীন,জেলা : হাওড়া,পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ২০৬/২০০৯ জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া। **চৌহদ্দি : উত্তরে** ফ্ল্যাট নং ২এ, ব্লক বি, **দক্ষিণে** : ফ্ল্যাট নং ২ই, ব্লক এ, **পূর্বে :** সিঁড়ি, **পশ্চিমে :** গ্যারাজ এবং আরটিএন ইন্ডাস্ট্রি।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২০,৩০,১১২.০০ টাকা ঘ) ২,০৩,০১১.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50028692872
		সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একতলা (অফিস ঘর হিসেবে ব্যবহৃত) জি-৩ তলা লক্ষ্মীনারায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, ১/৬ লক্ষ্মী নারায়ণ রোড, থানা : শিবপুর, জেলা: হাওড়া ৭১১১০৩, পরিমাণ ২৬১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যৌথ মালিকানাধীন শ্রী ফজরুল হক মোল্লা এবং শ্রীমতি মেহেরুন্নেশা মোল্লা উল্লেখ্য দলিল নং ২০২-২০০৯ সালের। সম্পত্তির **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এসটিডি বুথ -শ্রী ওম প্রকাশের, **দক্ষিণে :** মেসার্স মা তারা সাপ্লাই এজেন্সিজ, **পূর্বে :** লক্ষ্মীনারায়ণতলা রোড, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ১/৫ কলেজ ঘাট রোড।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৯,৩৯,৬০০.০০ টাকা ঘ) ৯৩,৯৬০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB5002869 ছ) ৩,১৯,৯৮,৮৩০.০০ টাকা (তিন কোটি উনিশ লাখ আটানব্বই হাজার আটশ তিরিশ টাকা) ০৫.০৩.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ।

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- ২৭.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ১১-৪১১০৬১৩১ যোগাযোগ করুন। ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

খড়গপুর শাখা
খরিদা মেইন রোড, পোস্ট- খড়গপুর
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর,
রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

প্রতি

জনাব আসলাম রাজা, পিতা- প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৩০৫

জনাবা নাজিয়া হাসান, স্বামী- আসলাম রাজা, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৫

আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি **মরহুম আফসার হোসেন,** পিতা- প্রয়াত মহঃ আব্দুল আজিম, বাড়ি নং. ৪২৩/৩০২, দেবলাপুর, পোস্ট ও থানা-খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন , ৭২১৩০১

আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি **মরহুম আফসার হোসেন,** পিতা- প্রয়াত মহঃ আব্দুল আজিম, **কিশওয়ার জাহান,** বাড়ি নং. ৪২৩/৩০২, দেবলাপুর, পোস্ট ও থানা-খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন , ৭২১৩০১

আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি **মরহুম আফসার হোসেন,** পিতা- প্রয়াত মহঃ আব্দুল আজিম, **আসলাম রাজা,** পিতা- প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৫

আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি **মরহুম আফসার হুসেন,** পিতা- মরহুম মহঃ আব্দুল আজিম, **তাবুসসাম আলী - বিবাহিত কন্যা**

আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি **মরহুম আফসার হোসেন,** পিতা- মরহুম মহঃ আব্দুল আজিম, **সানাম রিজভী - বিবাহিত কন্যা**

আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি **মরহুম আফসার হুসেন,** পিতা- প্রয়াত মহঃ আব্দুল আজিম, **সাবা আলী - বিবাহিত কন্যা**

আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি **মরহুম আফসার হুসেন,** পিতা- মরহুম মহঃ আব্দুল আজিম, **সেহার আফসার - কন্যা**

আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি **মরহুম আফসার হুসেন,** পিতা- মরহুম মহঃ আব্দুল আজিম, **বেনজীর আফসার- কন্যা**

মহাশয়/মহাশয়া,

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,২০০২ এর সেকশন ১৩ (২) এর অধীনে নোটিস

১) আমরা, আপনার অনুরোধে, আপনাকে মোট **১০,৮০,০০০.০০ টাকার** জন্য বিভিন্ন ক্রেডিট সীমা মঞ্জুর করেছি আমাদের **খড়গপুর শাখা,** বাঁকুড়া রিজিওন মাধ্যমে এবং আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধার বিশদ নীচে দেওয়া হয়েছে।

এবং এছাড়াও আমাদের **খড়গপুর শাখা** মাধ্যমে **জনাব আসলাম রাজা,** পিতা- প্রয়াত আফসার হুসেন এর অনুরোধে তাকে **২৬.১০.২০১২ তারিখে ১৫,০০,০০০.০০ টাকা** হাউজিং লোন স্কিমের অধীনে ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করেছিলাম যা এখানে নীচে দেওয়া বিশদ অনুসারে **প্রয়াত আফসার হোসেন,** পিতা- মরহুম মহঃ আব্দুল আজিম জামিনদার ছিলেন এবং আপনি **মরহুম আফসার হোসেন** পিতা- মরহুম মহঃ আব্দুল আজিম আইনি এর উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি জামিনদার হিসেবে দাঁড়িয়েছেন।

এ/সি এর বিশদ	অনুমোদনের পরিমাণ (টাকাতে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকাতে)
সেন্ট মর্টগেজ এ/সি নং ৩৯৬২৪০৬২৫৬	১০,৮০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
হাউজিং লোন এ/সি নং ৩২১৩৮৩২৪৩৭	৯,৮৭,০৯৬.০০	১৩,৯৭,৮৯৫.০০

২) আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি নিচে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া **১৭,৭৮,৬২৪.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ আট হাজার ছয়শত চব্বিশ টাকা মাত্র) পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং আইনি খরচ (যা মূল ও বকেয়া সুদের প্রতিনিধিত্ব করে উল্লিখিত তারিখে) এবং পরবর্তী সুদ নিষ্পত্তির তারিখ পর্যন্ত এবং আইনি খরচ।

আমরা আপনাকে অবহিত করছি যে প্রধান ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছে, যেমনটি নিচে উল্লেখ করা হয়েছে **২৩,৪৭,৮০৪.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশো চার টাকা মাত্র) এবং আইনি খরচ (যা উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী মূল ও সুদের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং নিষ্পত্তির তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং আইনি খরচ।

অ্যাকাউন্ট নম্বর	এনপিএ তারিখ	এনপিএ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ তদুপরি সুদ	১৩.১১.২০২৩ তারিখে বকেয়া পরিমাণ
৩৯৬২৪০৬২৫৬	২৭.১২.২০১৮	৯,৮৭,০৯৫.০০ টাকা + ৭,৯১,৫২৯.০০ টাকা	১৭,৭৮,৬২৪.০০ টাকা
৩২১৩৮৩২৪৩৭	২৭.১২.২০১৮	১৩,৯৭,৮৯৫.০০ টাকা + ৯,৪৯,৯০৯.০০ টাকা	২৩,৪৭,৮০৪.০০ টাকা

৩) যেহেতু আপনি আপনার সম্পূর্ণ দায় পরিশোধে খেলাপি করেছেন, তাই আমরা **২৭.১২.২০১৮ তারিখে আপনার বকেয়াকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা/নির্দেশ বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে।

৪) আমরা আপনাকে আরও জানাচ্ছি যে আমাদের বকেয়া সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের জন্য আমাদের বারবার নোটিশ এবং মৌখিক অনুরোধ সত্ত্বেও, আপনি এখনও পর্যন্ত উক্ত অর্থ প্রদান করেননি।

৫) আপনি সচেতন যে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন সীমা নিম্নলিখিত সম্পদ দ্বারা সুরক্ষিত :

আসলাম রাজা পিতা- প্রয়াত আফসার হুসেন **ঠিকানা- ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৫, এর নামে হাউজ প্রপার্টি (জমি ও বিল্ডিং) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।**

সম্পত্তি গুলির বিশদ/বিবরণ :

দলিল নং	এলাকা	অবস্থান	সম্পত্তি বিবরণ	সীমানা
স্বত্ব দলিল নং- আই/৭৮৫৭/২০১২	১.৮৭ ডেসিমেল, কমন গেট বাদে, সুপার বিল্ট এলাকা ২০৪০ বর্গফুট	**আসলাম রাজা** পিতা- মরহুম আফসার হোসেন, সি.এস. খতিয়ান নং ৩৩, আর.এস. খতিয়ান নং ২৯৩, সিএস প্লট নং ৭৩, আরএস প্লট নং ১৫১১, মৌজা - পাঁচবেড়িয়া মিলিক, বিএল এবং এলআরও সার্কেল -১, খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পৌরসভা খড়গপুর, ওয়ার্ড নং ০২, নতুন ওয়ার্ড নং. ১, হোল্ডিং নং ৭৮/৭২, জেএল নং ২৩৩ (বিল্ডিংয়ের ২য় ফ্লোর)	বিল্ডিং এর ২য় ফ্লোরে ১৭০০ বর্গফুট পরিমাপের কভার এলাকা সহ উল্লিখিত ফ্লোরের সমানুপাতিক আচ্ছাদিত এলাকা সিঁড়ি কেস এবং বাস্তু জমির ০৫.৬৩ ডেসিমেলের অবিভক্ত শেয়ারের আনুপাতিক ১/৩ অংশ পরিমাপের অর্থাৎ ০১.৮৭ ডেসিমেল কমন গেট/দরজা বাদে, সুপার বিল্ট এলাকা ২০৪০ বর্গফুট সিমেন্টের মেঝে ৪০ বছরের পুরানো, ব্যবহারে আবাসিক	উত্তরে - শ্রী সাঁতরার প্লট, দক্ষিণে- ও.টি. রোড দ্বারা, পূর্বে- মীরা ভাঞ্জা দ্বারা, পশ্চিমে- নির্মল বসুর বাড়ি

সম্পত্তির ঠিকানা : ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ৩য় তল, ও. টি. রোড, ভারত, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০৫।

৬. উক্ত কারণ মোতাবেক আমরা আপনাদের দায় সম্পূর্ণ চোকাতে নির্দেশ দিচ্ছি এই নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে, ব্যর্থ হলে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) অধীনে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হব। উক্ত আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ক) জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল, এবং তা লিজ, বিক্রয় এর মাধ্যমে ঋণ উশুলের জন্য হস্তান্তর করার অধিকার , খ) ঋণগ্রহীতার ব্যবসার পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনা অধিগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিমাণ উশুলের জন্য লিজ, বিক্রয় এর মাধ্যমে হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি/সম্পদের বিনিময়ে, গ) সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য যেকোনও ব্যক্তি নিয়োগ যা আমাদের দ্বারা অধিগৃহীত হয়েছে(জামিন অধীনে ঋণদাতা হিসেবে) এবং বকেয়া উশুলের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে তা বিক্রি, লিজ বা পরিচালনের অধিকার প্রদান, ঘ) যেকোনও সময় লিখিত নোটিশ দ্বারা কোনও ব্যক্তি জামিনদত্ত সম্পদ আপনার কাছ থেকে হস্তান্তর করে থাকে বা অর্থ বকেয়া কারও কাছে বা আপনার নিকট বকেয়া, আমাদের আদায়দিতে হবে (জামিন অধীনে ঋণদাতাকে) যাতে বকেয়া পাওনা সমুদয় আদায় করা সম্ভব হয়।

৭. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ উশুলের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের দ্বারা ব্যয় করা তাৎক্ষণিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিনিময়ে যাবতীয় চার্জ, ব্যয় আদায় করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয়ত উল্লিখিত ক্ষমতা অনুযায়ী বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক সুদ এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত উশুল হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এবং অবশিষ্ট অংশ যদি কিছু থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা আদায় দিতে হবে সুদ সহ, যদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি না পাওয়া গেলে অবশিষ্ট অংশ পরিমাণ আপনাদের দিতে হবে।

৮. অনুগ্রহ করে অবগত হন এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে জামিনদত্ত সম্পদ নোটিশের উল্লিখিত মতে বিক্রয়, লিজ বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না, জামিন অধীন ঋণদাতার আগাম অনুমতি ব্যতীত। আমরা আরও অবগত করছি ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ২৯ অধীনে সংশ্লিষ্ট আইন অমান্যকারীর এক বছরের মেয়াদে জেল বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

৯. আমরা অবগত করছি ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীনে আমরা যে ক্ষমতার অধিকারী ক) একই সঙ্গে দাখিল প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং মামলা/আবেদন/স্যুট আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং/বা জামিনদারগণের বিরুদ্ধে ডিআরটি/আদালতে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য আপনি এবং/বা জামিনদাতাগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং/বা খ) আপনাদের বিরুদ্ধে বা জামিনদারগণের বিরুদ্ধে ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালতে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ অবশিষ্ট অংশ আদায়ের যদি বকেয়া পরিমাণ আদায়ের পরেও চুক্তি মোতাবেক সুদ সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনকভাবে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের দ্বারা উশুল না হয়। গ) আপনাদের বিরুদ্ধে এবং জামিনদারগণের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অ্যাকশন গ্রহণ করা হবে আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা লংঘন করলে।

১০. ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন বকেয়া আদায় দিয়ে।

১১. নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাংকের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত আইনের ১৩ ধারা অধীনে নোটিশ প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার

তারিখ : ০৯.০৩.২০২৪

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank — ইলাহাবাদ / ALLAHABAD

অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৭.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. মেসার্স শ্রী বালাজী কালেকশন স্বত্বাধিকারী- শ্রী রমেশ চুড়িওয়ালা (ঋণগ্রহীতা)** **অফিসের ঠিকানা:** টেকনো প্লাজা মার্কেট, দোকান নং- ৫, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩০১। **২. শ্রী রমেশ চুড়িওয়ালা (স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা)** ইসমাইল মোড়, তুলসী রানী স্কুলের কাছে, এস.বি. গড়াই রোড, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান **জামিনদার: শ্রীমতী লীলা দেবী,** স্বামী- শ্রী রমেশ চুড়িওয়ালা ইসমাইল মোড়, তুলসী রানী স্কুলের কাছে, এস.বি.গড়াই রোড, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	জি+১ আবাসিক বিল্ডিং সম্পত্তিটি বর্তমানে **রমেশ চুড়িওয়ালার নামে আছে,** ইসমাইল মোড়, তুলসী রানী স্কুলের কাছে, এস বি গড়াই রোড, আসানসোল -এ, জে.এল. নং- ২২, আর.এস. প্লট নং. ১৮৩০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৯৮, ওয়ার্ড নং. ৮৪ (নতুন), মৌজা- ইসমাইল, হোল্ডিং নং ৫/সি (নতুন), আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, আসানসোল। এলাকা - ১.৮৭ ডেসিমেল।	**৬৭,৮০,৬৮১.০০ টাকা** নগদ ক্রেডিটে **১৩,৩২,৫০৫.০০ টাকা** মেয়াদী ঋণ এবং **২,৪১,১৬৪.০০ টাকা** মেয়াদী ঋণের মোট বকেয়া **৮৩,৫৪,৩৫০.০০ টাকা** (তিরাশি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) **০৮.০৩.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি ০৯.০৩.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ।	**ক) ৩৭,৬০,০০০.০০ টাকা (*)** (সাঁইত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৭৬,০০০.০০ টাকা** (তিন লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50449116457** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা:** **১. মেসার্স সৌর্য ডিজিটাল সার্ভিস স্বত্বাধিকারী- শ্রী রীতেশ ভার্মা,** পিতা- শ্রী বিজয় কুমার ভার্মা **২. শ্রী রিতেশ ভার্মা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পিতা- শ্রী বিজয় কুমার ভার্মা **জামিনদার: শ্রীমতী রশ্মি ভার্মা** স্বামী- শ্রী রিতেশ ভার্মা **সকলেরই ঠিকানা:** শশী শান্তি সদন, গ্যাস গোডাউনের বিপরীতে, পূর্বাশা কলোনি, পোস্ট - উষাগ্রাম, থানা , আসানসোল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩০৩। **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	বর্ধমান জেলার মধ্যে, থানা- বারাবানী চৌকি ও অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি, আসানসোল মৌজা- মাজিয়ারা মধ্যে, জে.এল. নং ৪৩ পরিমাপ ৫৮.০০ ডেসিমেল খালি জমি আরএস প্লট নং ২০০৮, এলআর খতিয়ান নং ২৬০০, ২৬০১, আরএস খতিয়ান নং ২৮১৭, বিক্রয় দলিল নং আই-১০২২৩ তারিখ- ০৯.১১.২০১১। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রী কান্ত দাসের জমি, দক্ষিণ- নির্মল সাধু ও অন্যান্যদের জমি, পূর্ব- লালু মাঝির জমি, পশ্চিম- সরকারি জমি।	**২,৬৫,০৮,৬৫২.০০ টাকা** ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে এবং **৭,৯১,৪৪৩.০০ টাকা** ডব্লিউসিটিএল -এ মোট বকেয়া **২,৭৩,০০,০৯৫.০০ টাকা** (দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ এবং পঁচানব্বই টাকা মাত্র) **০৮.০৩.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি ০৯.০৩.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ।	**ক) ১৯,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৯৫,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50034041887** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১১.০৩.২০২৪ থেকে ১২.০৩.২০২৪; সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৭.০৩.২০২৪; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা (গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৮.০৩.২০২৪
স্থান : আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

খড়গপুর শাখা
খরিদা মেইন রোড, পোস্ট- খড়গপুর
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর,
রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

প্রতি

রাজা স্টোর, স্বত্বাধিকারী-জনাব আসলাম রাজা, পিতা- প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন , ৭২১৩০৫

জনাব আসলাম রাজা, স্বত্বাধিকারী- রাজা স্টোর, পিতা- প্রয়াত আফসার হুসেন, ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৫

মহাশয়/মহাশয়া,

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,২০০২ এর সেকশন ১৩ (২) এর অধীনে নোটিস।

১) আমাদের খড়গপুর শাখা আপনার অনুরোধে সেন্ট ট্রেড স্কিমের অধীনে **১৬.০৯.২০১৩** তারিখে **রাজা স্টোরের** নামে **৮,০০,০০০.০০ টাকা** পরিমাণের জন্য ওডি সীমা মঞ্জুর করেছি নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী

এ/সি বিশদ	অনুমোদনের পরিমাণ (টাকায়)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
সেন্ট ট্রেড (ওডি) এ/সি নং- ৩০০৯২৪৫৮৬১	৮,০০,০০০.০০	৬,০৪,০৯৬.০০

২) আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি নিচে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া ১৫,৭৮,৭৪২.০০ টাকা (পনের লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং আইনি খরচ (যা মূল ও বকেয়া সুদের প্রতিনিধিত্ব করে উল্লিখিত তারিখে) এবং পরবর্তী সুদ নিষ্পত্তির তারিখ পর্যন্ত এবং আইনি খরচ।

অ্যাকাউন্ট নম্বর	এনপিএ এর তারিখ	এনপিএ এর তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ তদুপরি সুদ	১৩.১১.২০২৩ তারিখে বকেয়া পরিমাণ
৩০০৯২৪৫৮৬১	২২.০৯.২০১৮	৬,০৪,০৯৬.০০ টাকা + ৯,৭৪,৬৪৬.০০ টাকা	১৫,৭৮,৭৪২.০০ টাকা

৩) যেহেতু আপনি আপনার সম্পূর্ণ দায় পরিশোধে খেলাপি করেছেন, তাই আমরা **২২.০৯.২০১৮** তারিখে আপনার বকেয়াকে **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা/নির্দেশ বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে।

৪) আমরা আপনাকে আরও জানাচ্ছি যে আমাদের বকেয়া সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের জন্য আমাদের বারবার নোটিশ এবং মৌখিক অনুরোধ সত্ত্বেও, আপনি এখনও পর্যন্ত উক্ত অর্থ প্রদান করেননি।

৫) আপনি সচেতন যে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন সীমা নিম্নলিখিত সম্পদ দ্বারা সুরক্ষিত :

মরহুম আফসার হোসেন, পিতা- মরহুম মহঃ আব্দুল আজিম ঠিকানা- ৭৮/৭২, ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৩০৫ -এর নামে হাউজ প্রপার্টি (জমি ও বিল্ডিং) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

সম্পত্তি গুলির বিশদ/বিবরণ :

দলিল নং	এলাকা	অবস্থান	সম্পত্তি বিবরণ	সীমানা
স্বত্ব দলিল নং- আই-২৩৬৮/১৯৮৯ এবং মিউটেশন সার্টিফিকেট নং ৪০১/২০০৭	কমবেশি ১.৭৫ ডেসিমেল ৭৭০.৩০ বর্গফুট	মরহুম আফসার হোসেন পিতা- প্রয়াত মহঃ আব্দুল আজিম, দাগ নং ১৮, খতিয়ান নং. ২৬৭, সিএস প্লট নং-১৮, আরএস নং- ৮৩৮/৯৪৪, জেএল নং-১৯০। মৌজা- দেবলপুর, থানা- খড়গপুর (টি) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর	বাড়ি নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর (ভবানীপুর শাখার বিপরীত লেনে) পোস্ট ও থানা- খড়গপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর পিন - ৭২১৩০১	উত্তর - চাঁদ বেগের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- ড্রেন এর পর কর্মকার বাবুর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- মহঃ আব্দুল আজিম এর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম- মিনহাজউদ্দিনের সম্পত্তি

সম্পত্তির ঠিকানা: বাড়ি নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর (ভবানীপুর শাখার বিপরীতে লেনে) পোস্ট ও থানা- খড়গপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০১

৬. উক্ত কারণ মোতাবেক আমরা আপনাদের দায় সম্পূর্ণ চোকাতে নির্দেশ দিচ্ছি এই নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে, ব্যর্থ হলে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) অধীনে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হব। উক্ত আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ক) জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল, এবং তা লিজ, বিক্রয় এর মাধ্যমে ঋণ উশুলের জন্য হস্তান্তর করার অধিকার , খ) ঋণগ্রহীতার ব্যবসার পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনা অধিগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিমাণ উশুলের জন্য লিজ, বিক্রয় এর মাধ্যমে হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি/সম্পদের বিনিময়ে, গ) সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য যেকোনও ব্যক্তি নিয়োগ যা আমাদের দ্বারা অধিগৃহীত হয়েছে(জামিন অধীনে ঋণদাতা হিসেবে) এবং বকেয়া উশুলের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে তা বিক্রি, লিজ বা পরিচালনের অধিকার প্রদান, ঘ) যেকোনও সময় লিখিত নোটিশ দ্বারা কোনও ব্যক্তি জামিনদত্ত সম্পদ আপনার কাছ থেকে হস্তান্তর করে থাকে বা অর্থ বকেয়া কারও কাছে বা আপনার নিকট বকেয়া, আমাদের আদায়দিতে হবে (জামিন অধীনে ঋণদাতাকে) যাতে বকেয়া পাওনা সমুদয় আদায় করা সম্ভব হয়।

৭. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ উশুলের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের দ্বারা ব্যয় করা তাৎক্ষণিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিনিময়ে যাবতীয় চার্জ, ব্যয় আদায় করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয়ত উল্লিখিত ক্ষমতা অনুযায়ী বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক সুদ এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত উশুল হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এবং অবশিষ্ট অংশ যদি কিছু থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা আদায় দিতে হবে সুদ সহ, যদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি না পাওয়া গেলে অবশিষ্ট অংশ পরিমাণ আপনাদের দিতে হবে।

৮. অনুগ্রহ করে অবগত হন এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে জামিনদত্ত সম্পদ নোটিশের উল্লিখিত মতে বিক্রয়, লিজ বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না, জামিন অধীন ঋণদাতার আগাম অনুমতি ব্যতীত। আমরা আরও অবগত করছি ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ২৯ অধীনে সংশ্লিষ্ট আইন অমান্যকারীর এক বছরের মেয়াদে জেল বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

৯. আমরা অবগত করছি ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীনে আমরা যে ক্ষমতার অধিকারী ক) একই সঙ্গে দাখিল প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং মামলা/আবেদন/স্যুট আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং/বা জামিনদারগণের বিরুদ্ধে ডিআরটি/আদালতে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য আপনি এবং/বা জামিনদাতাগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং/বা খ) আপনাদের বিরুদ্ধে বা জামিনদারগণের বিরুদ্ধে ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালতে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ অবশিষ্ট অংশ আদায়ের যদি বকেয়া পরিমাণ আদায়ের পরেও চুক্তি মোতাবেক সুদ সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনকভাবে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের দ্বারা উশুল না হয়। গ) আপনাদের বিরুদ্ধে এবং জামিনদারগণের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অ্যাকশন গ্রহণ করা হবে আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা লংঘন করলে।

১০. ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন বকেয়া আদায় দিয়ে।

১১. নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাংকের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত আইনের ১৩ ধারা অধীনে নোটিশ প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার

তারিখ : ০৯.০৩.২০২৪

সিসি : জামিনদারগণ

সিসি : জামিনদারগণ: মরহুম আফসার হোসেন পিতা- মহঃ আব্দুল আজিম -এর আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য

১. **কিশওয়ারজাহান,** বাড়ি নং ৪২৩/৩০২, দেবলপুর, পোস্ট- খড়গপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০১

২. **আসলাম রাজা,** পিতা- মরহুম আফসার হোসেন, ৭৮/৭২ ওল্ড এলআইসি বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ও.টি. রোড, ইন্দা, খড়গপুর পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭২১৩০৫।

৩. **তাবুস্সাম আলী - কন্যা**

৪. **সানাম রিজভী - কন্যা**

৫. **সাবা আলী - কন্যা**

৬. **সেহার আফসার - কন্যা**

৭. **বেনজির আফসার - কন্যা**

লোকসভা ভোটের প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস, ৩৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের প্রথম প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল কংগ্রেস। ৩৯ জন প্রার্থীর মধ্য রয়েছেন দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি। কেরলের ওয়েনাদ কেন্দ্রের সাংসদ রাহুল এ বারেও ওই কেন্দ্রেই প্রার্থী হচ্ছেন। ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এ বার লোকসভার ভোটে লড়তে চলেছেন। ভূপেশ প্রার্থী হচ্ছেন রাজনন্দগাঁও কেন্দ্রে। কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুর এবারও ভোটে লড়বেন। ত্রিশূরে লড়বেন ভাদাকারার বিদায়ী সাংসদ কে মুরলীধরন। তিনি কেরলের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে করুণাকরনের পুত্র। মুরলীধরনের বোন পদ্মজা বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রথম দফার ৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ছত্তিশগড়ের ৬, কর্নাটকের ৭, কেরলের ১৬, তেলঙ্গানার ৪, মেঘালয়ের ২ এবং নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, সিকিম এবং লক্ষদ্বীপের ১টি করে লোকসভা আসন রয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহাকে প্রার্থী করে সে রাজ্যে বামেদের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভবনায় জল ঢেলে দিল কংগ্রেস। অন্যদিকে, মেঘালয়ের গারো আসনে প্রার্থী ঘোষণা করায়, সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমার নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের সঙ্গেও সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত ভেস্তে গেল। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে বৃহস্পতিবার রাতে তৈরি হয়েছিল লোকসভা ভোটের প্রথম প্রার্থিতালিকা। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছিল, ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬০টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সেখানে। এর মধ্যে দিল্লি, কর্নাটক, কেরল, তেলঙ্গানা, ছত্তিশগড়, লক্ষদ্বীপ এবং সিকিম, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরার মতো উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি ছিল।

৬ বছর পর এনডিএ-তে ফিরছেন চন্দ্রবাবু নাইডু

অমরাবতী, ৮ মার্চ: লক্ষ্য ৪০০। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে রাজ্যে রাজ্য জোটসঙ্গী শিকার করছে বিজেপি। একদিন আগেই ওডিশার শাসকদল বিজেডির সঙ্গে রফা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে গেরুয়া শিবির। এবার দক্ষিণের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশেও জোটসঙ্গী জুটিয়ে ফেললেন অমিত শাহরা। অন্তত এমনটাই এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি।

সূত্রের খবর, প্রায় ৬ বছর বাদে এনডিএ-তে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এই মুহূর্তে দিল্লিতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাতে একপ্রস্ত আলোচনা হয়েছে তাঁর। প্রাথমিকভাবে বিজেপি এবং চন্দ্রবাবু নাইডুর যা আলোচনা হয়েছে, তাতে অন্ধ্রে লোকসভায় বিজেপিকে বেশ কয়েকটি আসন ছাড়তে পারে টিডিপি। তুলনায় বিধানসভায় কম আসনে লড়বে গেরুয়া শিবির। রফা অনুযায়ী অন্ধ্রের ২৫ লোকসভা আসনের মধ্যে ৪-৬টি আসনে লড়বে বিজেপি। পবন কল্যাণের জনসেনা লড়বে ৩ আসনে। বাকি আসনগুলিতে লড়বে

টিডিপি। আর ১৭৫ আসনের বিধানসভায় সিংভাগ আসনে লড়বে জনসেনা এবং টিডিপি। বিজেপি ১০-১৫টি আসন পেতে পারে।

একটা সময় চন্দ্রবাবু ছিলেন এনডিএ-এর অন্যতম স্থপতি এবং ২০১৮ পর্যন্ত জোটের আহ্বায়ক। তিনি রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরতে আগ্রহী। সম্প্রতি দুর্নীতির মামলায় তাঁকে জেলে ঢোকায় জগন সরকার। জামিনে মুক্তি পেতে চন্দ্রবাবু প্রথমেই গিয়েছিলেন অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা হলেও কথা হয়নি। রামমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা বেশ কিছু ছবি টুইট করেন। সূত্রের খবর, তেলুগু নেতা অনেক দিন ধরেই অমিত শাহ, জেপি নাড্ডাদের সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোটে ছিলেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু অন্ধ্রের বিশেষ মর্যাদার দাবিতে ২০১৮ সালে এনডিএ ছাড়ে টিডিপি। ২০১৯-এর লোকসভা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে একাই লড়াই করে। সেই ভোটে জগন্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেসের কাছে হেরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি হারান চন্দ্রবাবু। সে বার ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্ধ্রে গিয়ে চন্দ্রবাবুকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেছিলেন। তার পর থেকে ঘোষিতভাবে বিজেপির সঙ্গে জোট ছিল না টিডিপির।

আসনরফা নিয়ে অসন্তোষ, বিস্ফোরক ওমর আবদুল্লা

শ্রীনগর, ৮ মার্চ: লোকসভা ভোট ঘোষণা হতে আর সপ্তাহখানেক বাকি। এখনও জট কাটছে না ইন্ডিয়া জোটের। মহারাষ্ট্র, বিহারের আসনরফা ঠিক করতে যখন বিরোধী দলগুলি নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে, ঠিক তখনই নয়া অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল কাশ্মীরে। উপত্যকায় বিরোধী শিবিরের প্রধান শক্তি ন্যাশনাল কনফারেন্সের সহ-সভাপতি ওমর আবদুল্লা এবার রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটালেন। বলে দিলেন, আসনরফা নিয়ে এই পরিস্থিতি হবে জানলে তিনি ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিতেন না।

আসলে কাশ্মীরের ৩ আসন ন্যাশনাল কনফারেন্সের দখলেই আছে। কিন্তু এ বার ইন্ডিয়া জোটের আরেক সঙ্গী মেহবুবা মুফতি কোনও অবস্থাতেই তাঁর প্রাক্তন লোকসভা কেন্দ্র অনন্তনাগের দাবি ছাড়তে রাজি নন। ২০১৯ সালে এই অনন্তনাগে ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রার্থী হুস্নেন মাসুদি জয়ী হন। পিডিপির মেহেবুবা মুফতি তৃতীয় হন। এখন ন্যাশনাল কনফারেন্স বলছে, আগেরবার যে দল তৃতীয় হয়েছে সেই দল কীভাবে প্রার্থী দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে?

ওমর আবদুল্লা বলছেন, 'আমি বলে দিয়েছি যে দল আগেরবার তৃতীয় হয়েছিল, তাঁদের কোনও অধিকার নেই প্রার্থী দেওয়ার দাবি জানানোর।

তাছাড়া যাঁদের ভরসায় পিডিপি আগেরবার তৃতীয় হয়েছিল, তাঁরাও তো এখন সঙ্গে নেই। আমরা যদি আগে জানতাম ইন্ডিয়া জোটের অন্য শরিকদের জন্য আমাদের নিজেদের দুর্বল হতে হবে। তাহলে কোনওদিন এই জোটে যোগ দিতাম না।' ওমর স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দরকারে একা লড়বে তাঁর দল, কিন্তু দুর্বল পিডিপির জন্য নিজেদের দুর্বল করবে না।

ন্যাশনাল কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত জেনে পিডিপিও নিজেদের মতো করে সব আসনে লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সূত্রের দাবি, পিডিপি জম্মু ও কাশ্মীরের পাঁচ এবং লাদাখের একটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে। সেক্ষেত্রে কাশ্মীরে যে ইন্ডিয়া জোট সেভাবে দানা বাঁধছে না, সেটা বলে দেওয়াই যায়।

শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে দগ্ধ ১৪ শিশু

কোটা, ৮ মার্চ: মহা শিবরাত্রির অনুষ্ঠানে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পুড়ে গেল ১৪টি শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের কোটায়। এ দিন মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানেই সামিল হয়েছিল সবাই। শিবের মূর্তি নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। সেখানেই হাই টেনশন তার লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সকলে। জানা গিয়েছে, কমপক্ষে ১৪টি শিশু দগ্ধ হয়েছে। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবরাত্রি উপলক্ষে কোটায় বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিপুল জনসমাগম হয়েছিল তাতে। সেই শোভাযাত্রাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান,

শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় কোনওভাবে হাইটেনশন তারের সংস্পর্শে আসে শিশুরা। হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের ঝটকায় তাদের শরীর পুড়ে যায়। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত ১৪ জনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হীরালাল নাগর জানিয়েছেন, ১৪ জন শিশু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। একজনের শরীরের ৫০ শতাংশ এবং আরেকজনের দেহের ১০০ শতাংশই পুড়ে গিয়েছে।

তিনি বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখ জনক ঘটনা। দুইজন শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। চিকিৎসায় সমস্ত রকমের সহযোগিতার জন্য একটি বিশেষ টিম তৈরি করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদেরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরনের গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ও রাজস্থানের শক্তি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হীরালাল নাগর।

সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী কোটার আরও এক পড়ুয়া

কোটা, ৮ মার্চ: বাবা আমি আর পারছি না। আমি জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিতে পারব না। সুইসাইড নোটে এই কথা লিখে আত্মঘাতী হলেন কোটার ছাত্র। চলতি বছরে এই নিয়ে আত্মহত্যা করলেন ৬ জন পড়ুয়া।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত পড়ুয়ার নাম অভিষেক কুমার। বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা। তবে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কোটায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সকালে ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর মৃতদেহ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন অভিষেক।

জানা গিয়েছে, অভিষেকের ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে বিষের বোতল। পাশ থেকেই মিলেছে সুইসাইড নোট। সেখানে সাফ লেখা ছিল, 'সরি বাবা। আমি জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা দিতে পারব না।' পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৯ জানুয়ারি ও ১৯ ফেব্রুয়ারি টিউশনের পরীক্ষা ছিল। সেই পরীক্ষাগুলোও দিতে যাননি অভিষেক। তার পরে সম্ভবত বৃহস্পতিবার রাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। শুক্রবার

উদ্ধার হয় তাঁর দেহ।

চলতি বছরে এই নিয়ে কোটার ৬ জন পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন। গত বছরে কোটায় ছাত্রমৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছিল ২৯য়ে। বারবার প্রশ্ন উঠছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার সেরা ঠিকানা কোটা কেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে। আঙুল উঠেছে কোটার কোচিং সেন্টারগুলোর দিকে। তবে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এইভাবে পর পর পড়ুয়াদের আত্মহত্যার জন্য কোচিং সেন্টারগুলিকে দায়ী করা যায় না। এর দায় প্রয়াত পড়ুয়াদের অভিভাবকদেরই। তাঁদের প্রবল চাপ সহ্য করতে না পেরেই জীবন শেষ করে দেওয়ার পথে হাঁটছেন পড়ুয়ারা। প্রয়াত অভিষেকের সুইসাইড নোট যেন সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যকেই আবার তুলে ধরল।

চাবাহার বন্দর ব্যবহার করে ভারত, আফগানিস্তান ও ইরানে বাণিজ্যপথ তৈরি করার পরিকল্পনা!

কাবুল, ৮ মার্চ: লক্ষ্য ইরানের চাবাহার বন্দর। আর সেদিকে নজর রেখেই তালিবানের সঙ্গে বৈঠক ভারতীয় কূটনীতিকদের। বৃহস্পতিবার রাতের এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তালিবানের তরফে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণে আগ্রহী দিল্লি। তবে ভারতের তরফে এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, বিদেশ মন্ত্রকের পাকিস্তান-আফগানিস্তান-ইরান বিষয়ক যুগ্ম সচিব জে পি সিংয়ের নেতৃত্বে কূটনীতিকদের এক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে তালিবানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। বৈঠকে দুই দেশের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আফগান ভূম ব্যবহার করে ইরানের চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়াতে চায় ভারত। এদিকে 'কাবুলিওয়ালার দেশে'র সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের শুরু করেছে চিন। মনে করা হচ্ছে, তালিবানের ভারতের বৈঠকের পিছনে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। উল্লেখ্য, এর আগে গত জানুয়ারিতেও মুত্তাকির সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়েছিল।

২০২১ সালের অগস্টে আফগানিস্তানের প্রায় পুরোটাই নতুন করে চলে যায় তালিবানের দখলে। পরের বছরের জুনে জে পি সিং দেখা করেছিলেন তালিবানের মন্ত্রীদের সঙ্গে। সেটাই ছিল তালিবান ২.০ শুরু হওয়ার পরে ভারতের প্রথম কূটনৈতিক পদক্ষেপ। তবে এখনও তালিবানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয়নি ভারত।

এদিকে তালিবান নতুন করে আফগানিস্তান দখল করার পরে মনে করা হয়েছিল, হয়তো তারা ভারতে সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। কিন্তু ভারতের কূটনৈতিক কৌশলে তা হয়নি। বরং পাকিস্তানের সঙ্গে আখুন্দজাদাদের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। বাণিজ্যের মাধ্যমে তালিবানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে সমতা রাখতে চাইছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে চাবাহার বন্দরকে ব্যবহার করে ভারত-আফগানিস্তান-ইরান বাণিজ্যপথ তৈরি করতে চায় নয়াদিল্লি।

প্রধানমন্ত্রী মোদির শুভেচ্ছাবার্তার জবাব দিলেন শাহবাজ শরিফ

ইসলামাবাদ, ৮ মার্চ: দু'দিন কেটে যাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছাবার্তার জবাব দিলেন শাহবাজ শরিফ। দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে শাহবাজকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোদি।

গত রবিবার দ্বিতীয়বারের জন্য পাকিস্তানের মসনদে বসেছেন শাহবাজ শরিফ। পড়শি দেশে নির্বাচনের এক মাস পরে প্রধানমন্ত্রী হন নওয়াজ শরিফের ভাই। গত মঙ্গলবার তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর বার্তা ছিল, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য শাহবাজ শরিফকে অনেক অভিনন্দন।

বৃহস্পতিবার মোদির এই বার্তার উত্তর আসে পড়শি দেশের নামও। তবে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কথায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কোনও উল্লেখ নেই।

উল্লেখ্য, সন্ত্রাস আবহে পাকিস্তানের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি কোনও দল। পিটিআই সমর্থিত নির্দলরা পেয়েছিলেন ১০১টি আসন, অন্যান্য সমস্ত দলের চেয়ে বেশি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছিল যথাক্রমে নওয়াজ শরিফের পিএমএল (এন) ও বিলাওয়াল ভুট্টোর পিপিপি। ফলপ্রকাশের পরেই জোট গঠন করতে মাঠে নেমে পড়ে দুই দল। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে দীর্ঘ আলোচনার পরে স্থির হয়, জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রস্তাব করা হবে শাহবাজ শরিফের নাম। গত রবিবার পাকিস্তান অ্যাসেম্বলিতে আস্থা ভোটে জিতে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর তরফে। এক্স হ্যান্ডেলে সমস্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন শাহবাজ। সেই তালিকায় রয়েছে মোদির

হন শাহবাজ। তার পরে অবশ্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমানভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দেন তিনি।

জাপান সফরে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর, দেখা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শিনজোর স্ত্রীর সঙ্গে

টোকিও, ৮ মার্চ: জাপানের রাজধানী টোকিও-তে সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা প্রয়াত শিনজো আবে-র স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শিনজো আবের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন জয়শঙ্কর, সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন তিনি। পাশাপাশি শিনজোর মা মিসেস ইয়োকো আবে-কে লেখা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি চিঠি তুলে দিয়েছেন জয়শঙ্কর, ওই চিঠিতে শিনজোর প্রয়াণে গভীর

সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

শুক্রবার সকালে এস জয়শঙ্কর এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, এইবার টোকিও সফরের সময় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের স্ত্রী মিসেস আকিয়ে আবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভারত-জাপান সম্পর্কের অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের অমূল্য অবদানের কথা স্মরণ করেছি। শিনজো আবের সাম্প্রতিক মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর মা মিসেস ইয়োকো আবে-কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি চিঠি হস্তান্তর করেছি।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের জুলাই মাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। পশ্চিম জাপানের নারা শহরে একটি কর্মসূচিতে বক্তৃতা করছিলেন শিনজো আবে। তাঁকে চার পাশে ঘিরেছিলেন অনেকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন শিনজো। জামায় ছিল রক্তের দাগ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি। সে সময় বন্ধুর শেষকৃত্যে গিয়েছিলেন মোদি। আবের মৃত্যুতে জাতীয় শোকও ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র সরকার। ভারতের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক বরাবরই ভালো। বেজিংয়ের সঙ্গে নয়াদিল্লির ব্যবসায়িক সম্পর্ক ক্রমেই মজবুত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে জয়শংকরের এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চোখ রাঙাচ্ছে লাল ফৌজ। বিগত কয়েকমাসে সাগরে গতিবিধি বাড়িয়েছে চিন। বিশ্লেষকদের মতে, এই সফরে বেজিংকে রুখতে কৌশলগত দিক থেকে নানা আলোচনা হতে পারে দুদেশের মধ্যে। ২০০৬-০৭-এ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় কোয়াড তৈরির উদ্দেশ্যে প্রথম বৈঠক করেন আবে।

Abridged form of e-NIT-14/ RGP/2023-24, 15/RGP/ 2023-24 & 16/RGP/2023-24
Circulation memo **no- 168(3)/ RGP/ 2024, 169(3)/RGP/2024 & 170(3)/ RGP/2024 dated-07/03/2024,** Online applications are hereby invited from intending bidders for 8(Eight) nos works under Raipur Gram Panchayat. Last date of application respectably **16/03/2024 & 23/03/2024 upto 1.00 PM.** Other details may be seen from **"http://wbtenders.gov.in"** & office Notice Board.
(M) 8145245517
Sd/-
Prodhan, Raipur G.P
Domkal, Murshidabad

Notice
e- tender are invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No **NIT no 11/PMKSY-WDC 2.0/10-NRM/2023-24/RNP Dated 07/03/2024** in the district Purulia . For details please visit **https://wbtenders.gov.in** Last Date for submitting online bid **23/03/2024.**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture Raghunathpur-I Block, & PIA, Utia & Senera Watershed, Purulia

Notice
e- tender are invited for execution of different scheme under PMKSY **WDC 2.0 of vide NIT reference No NIT no 10/ PMKSY-WDC 2.0/ 10-NRM/ 2023-24/RNP Dated 07/03/2024** in the district Purulia . For details please visit **https://wbtenders.gov.in** Last Date for submitting online bid **19/03/2024**.
Sd/-
Assistant Director of Agriculture Raghunathpur-I Block, & PIA, Utia & Senera Watershed, Purulia

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are being invited from the eligible contractor vide **Memo No.: 129/MGP (SI.-1), Date: 07.03.2024. Fund: 15th CFC (2023-24).** Tender will be available in the website **www.wbtenders.gov.in** and undersigned GP Office. Bid Submission End Date: **15.03.2024 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **18.03.2024 at 11:00 AM.**
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ডে. সিএমই/ওয়ার্কস, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর- এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইন ই-অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন :- **ক্রম নং ১ : ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : টেন্ডার নং :** ''৫৫-জিকেপি-এমডব্লুএস-২০২৩-২৪''; ''মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরে ইন্সপেকশন যানের জন্য (আরএ) কাঠের মেঝে প্রস্তুতকরণ''। **আনুমানিক মূল্য (টা) :** ১৩,০০,৭৫০.১১; **বায়না জমা (টা) :** ২৬,০০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্ম মূল্য:** ০.০০ টাকা; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ০৪.০৪.২০২৪ বেলা ১১টা পর্যন্ত; **চুক্তির মেয়াদ :** ২৪ মাস। উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে।
ডে. সিএমই/ওয়ার্কস
CPRO/Mech-135 গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ আরএসও/ কেজিপি/ ই-টেন্ডার/এমএআর-২৪, তারিখ ০৭.০৩.২০২৪, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/খড়্গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** দুই (০২) বছরের মেয়াদের জন্য আইএসজি/খড়্গপুর, খড়্গপুর ইয়ার্ড, নিমপুরা রিসেপ. ইয়ার্ড, নিমপুরা থ্রু ইয়ার্ড এবং হিজলিতে দিন রাত ব্যাপী ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ করে নদীর বালি সরবরাহ, জমা, বাছাই, প্যাকিং ও ভরতি করার কাজ। [বালি বাছাই ও শুকনো করার কাজ ঠিকাদারকে করতে হবে এবং এই ট্রিটেড বালির স্পেসিফিকেশন হবে এম-৯১৬-৫১ (কার এবং লোকোমোটিভ স্যান্ড)] **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ১,১৯,৭৩,৬৮১.৬০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০৯,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০১.০৪.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন)। **দাখিল করার তারিখ ঃ** ০১.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1211)**

রোহিত-গিলের সেঞ্চুরির দিনে ইংল্যান্ডকে ‘শাস্তি’ দিল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংলিশ ফিল্ডাররা হাসছেন, মার্ক উড তো বিস্ময়ে মাথায় হাতই দিয়ে ফেলেছেন। ডাগআউটে ট্যাবলেটে চোখ রেখে হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে রেখে হাসিটা আড়াল করছেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। মাথাও নাড়াচ্ছিলেন ইংল্যান্ড কোচ, যার অর্থ হতে পারে একটিই; ‘কীভাবে?’ এমনকি বোল্ড হয়ে বিস্মিত রোহিত শর্মার মুখেও হাসি। ১৬২ বলে ১০৩ রান করার পর অমন একটি ডেলিভারির সামনে পড়লে রোহিতের হয়তো হাসা ছাড়া উপায়ও থাকে না।

যাঁর ‘কর্মকাণ্ডে’ হাসি, সেই বেন স্টোকসই শুধু নির্লিপ্ত। ২৫১ দিন পর প্রথমবারের মতো ম্যাচে বোলিং করতে এসেছেন, সিমে পড়ে বেরিয়ে যাওয়া বলটা ভেঙে দিয়েছে রোহিতের স্টাম্প। টুইটার সরব হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গেই, কে লেখেন স্টোকসের এমন চিত্রনাট্য? কিন্তু স্টোকসের ভাবলেশ নেই খুব একটা। এমন কাজ যেন তাঁর জন্য খুবই স্বাভাবিক!

তবে ধর্মশালায় বোলিংয়ে ফেরা স্টোকসের ওই বিস্ময়-ডেলিভারিও ঠিক ম্যাচে ফেরাতে পারেনি ইংল্যান্ডকে। টানা ৫ ওভার বোলিং করে আর সফল হননি স্টোকস। উইকেটের দেখা ইংল্যান্ড পেয়েছে ঠিকই, শেষ সেশনে এসে তো মিলেছে ৫টি। কিন্তু ধর্মশালায় ভারতের লিড তাদের কাছে মাঠের পাশেই হিমালয়ের সমান ভারী হয়ে ওঠার কথা। দ্বিতীয় দিন শেষে ২ উইকেট বাকি রেখে ভারত এগিয়ে গেছে

২৫৫ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে এত রানে পিছিয়ে থেকে ইংল্যান্ড এর আগে টেস্ট জিতেছে একবারই, সেটিও ১৮৯৪ সালে।

গতকালই রোহিত ও শুবমান গিল আভাস দিয়েছিলেন, আজ কাজটি ঠিক সহজ হবে না ইংল্যান্ডের। দুজন প্রথম সেশনে আজ রীতিমতো শাস্তিই দিলেন স্টোকসের দলকে। ৮৩ রানে পিছিয়ে দিন শুরু করেছিল ভারত, সে ব্যবধান মিলিয়ে যায় যেন চোখের পলকেই। প্রথম সেশনে অবিচ্ছিন্ন থাকেন দুজন, তোলেন ১২৯ রান। নামের পাশে সিরিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি নিয়েই মধ্যাহ্নবিরতিতে যান রোহিত ও গিল। ইংল্যান্ডের জন্য স্কোরকার্ড তখন হয়ে উঠছিল ভয়ংকর।

টম হার্টলির বলে সিঙ্গেল নিয়ে ক্যারিয়ারের ১২তম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রোহিত, লাগে ১৫৪ বল। ২ বল পর আরেক স্পিনার বশিরকে স্লগ সুইপে মারা চারে ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরিটি পান গিল। গ্যালারিতে বসে খেলা দেখছিলেন গিলের বাবা, ফলে মুহূর্তটা তরুণ ভারতীয় ব্যাটসম্যানের জন্য ছিল আরও বিশেষ।

বিরতির পর প্রথম ওভারেই অ্যান্ডারসনকে দুটি চার মারা গিল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সামনের সময়টা আরও কঠিন হতে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের। এরপরই আসেন স্টোকস, যিনি সর্বশেষ বোলিং করেছিলেন গত বছরের জুনে লর্ডসে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। অধিনায়কের উইকেট পাওয়াতে উজ্জীবিত হয়েই কিনা পরের ওভারে গিলকেও বোল্ড করেন অ্যান্ডারসন।

দুই থিতু ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে তখন ম্যাচে ফেরার আভাসও দিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু অভিষিক্ত দেবদূত পাডিক্কাল ও সরফরাজ খানের পাল্টা-আক্রমণ সেটি হতে দেয়নি। পাডিক্কাল শুরু থেকেই শট খেলতে থাকেন, রঞ্জি ট্রফির দারুণ ফর্মটাই (৪ ম্যাচে ৯২.৬৬ গড়) যেন বয়ে আনেন টেস্ট ক্রিকেটেও। ৮৩ বলে পূর্ণ করেন প্রথম ফিফটি, ততক্ষণে মারেন ৮টি চারের সঙ্গে ১টি ছক্কা। সরফরাজ অবশ্য প্রথম ৩০ বলে করেছিলেন ৯ রান, কিন্তু ফিফটি করতে তাঁর লাগে মাত্র ৫৫ বল। রোহিত-গিলের মতো অবিচ্ছিন্ন থেকে আরেকটি বিরতিতে যান পাডিক্কাল ও সরফরাজ, দ্বিতীয় সেশনে ভারত তোলে ১১২ রান।

শেষ সেশনের শুরুটাও ইংল্যান্ডের জন্য ছিল আশাজাগানিয়া। বশিরের করা প্রথম বলেই স্লিপে জো রুটকে ক্যাচিং অনুশীলন করিয়ে ফেরেন সরফরাজ। হুট করেই দৃশ্যপটে আসেন ইংলিশ স্পিনাররা। পাডিক্কাল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন আউট হন ২৫ রানের মধ্যে। বশিরের পর সফল হন হার্টলিও। তবে দিনটা ইংল্যান্ডের জন্য বিস্মৃত হয়েই থাকবে, সেটিই যেন নিশ্চিত করতে আসেন যশপ্রীত বুমরা ও কুলদীপ যাদব। শেষে এসে দুজন যোগ করেছেন ১০৮ বলে ৪৫ রান, যে জুটি অবিচ্ছিন্ন। বশির ৫ উইকেট পাননি, অ্যান্ডারসন ৭০০ উইকেট থেকে ১টি ও স্টোকস ২০০ উইকেট থেকে ২টি দূরে। তবে এমন দিনের পর তাঁদের অপেক্ষা তো শুধু দীর্ঘই মনে হওয়ার কথা!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ৫৭.৪ ওভারে ২১৮ (ক্রলি ৭৯, বেয়ারস্টো ২৯, ডাকেট ২৭, রুট ২৬; কুলদীপ ৫/৭২, অশ্বিন ৪/৫১, জাদেজা ১/১৭)।

ভারত ১ম ইনিংস (গিল ১১০, রোহিত ১০৩, পাডিক্কাল ৬৫, জয়সোয়াল ৫৭, সরফরাজ ৫৬; বশির ১/৬৪, হার্টলি স্টোকস, অ্যান্ডারসন)।

ভারত ২৫৫ রানে এগিয়ে

অর্ধশতরান করে চুমু ছুড়লেন ‘বিদ্রোহী’ সরফরাজ!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক সাফল্য এবং দীর্ঘ উপেক্ষার পর টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন সরফরাজ খান। ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্টে অভিষেক হয়েছে তাঁর। প্রতি ম্যাচেই ভারতীয় দলকে ভরসা দিচ্ছেন। ধর্মশালাতেও অর্ধশতরান এল তাঁর ব্যাট থেকে। তার পরই গ্যালারির দিকে চুমু ছুড়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন মিডল অর্ডার ব্যাটার।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আয়ারদের অনুপস্থিতি বুঝতে দিচ্ছেন না ভারতের তরুণ ক্রিকেটারেরা। তাঁদেরই এক জন সরফরাজ। রাজকোটে অভিষেক টেস্টে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বাবা এবং মা। অর্ধশতরান করে সাজঘরের পাশাপাশি, তাঁদের দিকেও ব্যাট তুলেছিলেন সরফরাজ। শুক্রবার ধর্মশালায় অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর ব্যাট তোলার পর গ্যালারির দিকে চুমু ছুড়ে দিলেন তরুণ ক্রিকেটার। কার দিকে চুমু ছুড়লেন তিনি? উৎসাহ তৈরি হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে।

রাজকোট থেকেই সরফরাজরে সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী রোমানা জাহুর। অর্ধশতরানের পর স্ত্রীর দিকেই চুমু ছুড়ে দিয়েছেন মুম্বইয়ের ব্যাটার। সেই ঘটনার ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমেও। ২০২৩ সালের ৬ অগস্ট সরফরাজরে সঙ্গে বিয়ে হয় জম্মু-কাশ্মীরের সোপিয়ানের বাসিন্দা রোমানার।

শুক্রবার সরফরাজরে ব্যাট থেকে এসেছে ৬০ বলে ৫৬ রানের ইনিংস। ৮টি চার এবং ১টি ছয় মেরেছেন। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে তৃতীয় অর্ধশতরান এল তাঁর ব্যাট থেকে।

বাজবলের পেছনে লুকিয়ে লাভ নেই ইংল্যান্ডের নাসের হুসেইন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাজবলের পেছনে লুকিয়ে লাভ নেই, বরং নিজেদের ব্যাটিংয়ের উন্নতি করতে হবে ইংল্যান্ডকে, মনে করেন নাসের হুসেইন। ধর্মশালায় প্রথম দিন প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের আরেকটি ব্যাটিং ধসের পর এমন বলেছেন সাবেক এই অধিনায়ক ও এখনকার ধারাভাষ্যকার।

টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে গতকাল কুলদীপ যাদব ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঘূর্ণিতে ২১৮ রানেই গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। অথচ এক সময় তাদের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ১৭৫ রান। মানে ৪৩ রানেই শেষ ৭টি উইকেট হারায় বেন স্টোকসের দল।

ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের গল্পটা ঘুরেফিরে একই হয়ে যাচ্ছে কি না; স্কাই স্পোর্টস নিউজে এমন এক প্রশ্নের জবাবে নাসের হুসেইন বলেন, ‘(ধর্মশালায় প্রথম দিনের) দ্বিতীয় সেশনটি ইংল্যান্ডের এ সফরের সবচেয়ে হতাশাজনক ছিল। একই জিনিস ঘুরেফিরে হচ্ছে, যেটা দুশ্চিন্তার।’

ওপেনাররা ভালো শুরু এনে দিলেও এ সফরে ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে বারবার। ওলি পোপ ও জো রুট একটি করে সেঞ্চুরি করেছেন, তবে এর বাইরে চিত্রটা ইংলিশদের জন্য হতাশার। হুসেইন বলছেন সেটিই, ‘প্রত্যেক ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানকে নিজের কাছে প্রশ্ন রাখতে হবে, তকীভাবে উন্নতি করব?দ জ্যাক ক্রলি উন্নতি করেছে, সে ধারাবাহিক হয়েছে। তবে সে এখন ৫০-৭০-এর মধ্যে আউট হয়ে যাচ্ছে। মিডল অর্ডারে জনি বেয়ারস্টো পাল্টা আক্রমণ করছে, কিন্তু ৩০-এর মধ্যে আউট হয়ে যাচ্ছে। বেন স্টোকসের কিন্তু কঠিন এক সফর গেল। কুলদীপ যাদবকে পড়তে পারছে না। এরপর বেন ফোকস টেল-এন্ডারদের নিয়ে আটকে যাচ্ছে।’ দিন শেষে খেলা একান্তই নিজের ব্যাপার, হুসেইন মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটিও, ‘ব্যাটিং হচ্ছে নিজের খেলার উন্নতি করা। যেখানেই খেলুন না কেন, যে কোচ বা অধিনায়কের অধীনেই খেলুন না কেন। যারা বড় খেলোয়াড়, ভালো খেলোয়াড়-অশ্বিনের দিকে তাকান, তারা সব সময় উন্নতি করতে চাইবে। কুলদীপ যাদবের দিকে দেখুন, সে কিন্তু এ নিয়ে দ্বিতীয়বার টেস্ট ক্রিকেটে ফিরল। সে শিখেছে, উন্নতি করেছে, আরও দ্রুতগতিতে বোলিং করছে, বৈচিত্র্য আছে।’

হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট জিতলেও পরের তিনটিতে হেরে সিরিজ আগেই খুইয়েছে ইংল্যান্ড। তবে রাঁচিতে চতুর্থ টেস্টেও জয়ের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তাদের। ইংল্যান্ড এ সফরে একাধিকবার সুযোগ হারিয়েছে বলেও মনে করেন নাসের, ‘শেষ দুই ম্যাচে অবশ্যই সুযোগ হারিয়েছে। তাদের জেতার সুযোগ ছিল।’

ধর্মশালায় শেষ টেস্টে জয় ইংল্যান্ডের জন্য হতে পারত সান্ত্বনার। স্টোকস যেমন বলেছিলেন, ৪-১-এর চেয়ে ৩-২ ভালো শোনায়। তবে প্রথম দিনই ৩-২ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে ইংল্যান্ডের সম্ভাবনা। নাসেরের মতে, এ সফর থেকে শেখার আছে ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের, ‘আপনি যে কোচ বা অধিনায়কের অধীনে খেলুন না কেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি কিন্তু তারা বলবে না। এটি বলবে আপনার নিজের মস্তিষ্কের ভেতরের আওয়াজটা। নিজের চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া। আশা করা যায়, এ সফরের শেষে সবাই বুঝবে বাজবলের পেছনে লুকিয়ে লাভ নেই। নিজেদের খেলার উন্নতি করতে হবে।’

মেসি-সুয়ারেজ গোল করলেন, ন্যাশভিলের গোল বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজ জুটি আজও জমল, দুজনে একটি করে গোল করেছেন। প্রতিপক্ষ ন্যাশভিলের একটি গোল ভিএআরে বাতিল হয়েছে। কিন্তু ইন্টার মায়ামি তবু জয় পায়নি। কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে আজ ন্যাশভিলের মাঠ থেকে ২-২ গোলের ড্র নিয়ে ফিরেছে মেসি-সুয়ারেজের ইন্টার মায়ামি।

ন্যাশভিলের জিইওডিআইসে স্টেডিয়ামে ম্যাচটি যে মেসি-সুয়ারেজদের জন্য সহজ হবে না, সে ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। মেসি ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখানোর পর একটা বিষয় খুব দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে; ফ্লোরিডার দলটি যে মাঠেই খেলতে যাক না কেন, সেই দলের সমর্থকেরাও মেসির জার্সি পরে খেলা দেখতে যান। এটা যেন আজকের ম্যাচে না দেখা যায়, তাই ম্যাচের আগের দিন একটি বিবৃতি দিয়েছিল ন্যাশভিলে। মায়ামির জার্সি পরে ন্যাশভিলের কোনো সমর্থক যেন মাঠে না আসেন!

চলতি মৌসুমে মেজর লিগ সকারে এখনো কোনো ম্যাচ না হারা ন্যাশভিলে মাঠের লড়াইয়েও

মেসিদের চতুর্থ মিনিটেই পেছনে ফেলে। ন্যাশভিলেকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন জ্যাকব শ্যাফেলবার্গ। ৪৬ মিনিটে তাঁরই গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ন্যাশভিলে। একটা সময় মনে হচ্ছিল, মেসি-সুয়ারেজ আজ পারবেন না মায়ামির হার ঠেকাতে। কিন্তু ৫২ মিনিটে তাঁদের দুজনের রসায়নেই ব্যবধান কমায় মায়ামি। বক্সের ঠিক বাইরে বল পেয়ে মেসিকে পাস দেন সুয়ারেজ। বক্সের বাইরে থেকেই বাঁ পায়ের জোরালো শটে মেসি বল পাঠান জালে।

ব্যবধান কমানো গোলটি পাওয়ার পর ন্যাশভিলের রক্ষণে আক্রমণের ঢেউ নিয়ে আছড়ে পড়েন মেসি- সুয়ারেজ-বুসকেতসরা। কিন্তু খেলার ধারার বিপরীতেই ৮৪ মিনিটে মায়ামির জালে বল পাঠায় ন্যাশভিল। কিন্তু ভিএআরে গোলটি বাতিল হয়।

এরপর পুরোপুরিই রক্ষণে মনোযোগ দেন ন্যাশভিলের খেলোয়াড়েরা। কিন্তু মেসি-সুয়ারেজ-বুসকেতস ত্রয়ীকে শেষ পর্যন্ত রুখতে পারেনি ন্যাশভিলের রক্ষণ। যোগ করা সময়ের ৫ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে বুসকেতসের ক্রসে দুর্দান্ত এক হেডে বল জালে পাঠিয়ে মায়ামিকে ড্র এনে দেন সুয়ারেজ।

নাদালের সঙ্গ ছাড়ছে না চোট, কোর্টে ফেরার ইচ্ছা পূরণ হল না ইন্ডিয়ান ওয়েলসেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও পিছিয়ে গেল রাফায়েল নাদালের প্রত্যাবর্তন। ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেন থেকেও নাম প্রত্যাহার করে নিলেন ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। সমাজমাধ্যমে নাদাল জানিয়েছেন, চোটের জন্যই সরে দাঁড়াতে হচ্ছে প্রতিযোগতা থেকে। টেনিসকে এখনও বিদায় জানাতে রাজি নন নাদাল। প্যারিস অলিম্পিক্সে স্পেনের প্রতিনিধিত্ব করতে চান তিনি। কিন্তু চোট তাঁর সঙ্গ ছাড়ছে না। কোর্টে প্রত্যাবর্তনের আশা নিয়ে আমেরিকার বিমানে উঠেছিলেন নাদাল। সেখানে কয়েক দিন অনুশীলন করেই বুঝতে পারেন, খেলা সম্ভব নয়। তাই নাম প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি। প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচের এক দিন আগে না খেলার কথা জানিয়েছেন নাদাল।

সমাজমাধ্যমে নাদাল লিখেছেন, ‘‘খুব হতাশ লাগছে। ইন্ডিয়ান ওয়েলসের মতো দারুণ একটা প্রতিযোগিতায় খেলতে পারব না। সবাই জানেন এখানে খেলতে আমি কত ভালবাসি। এই জায়গাটাও আমার প্রিয়। সে জন্য প্রতি বছর এখানে খেলতে আসি। কয়েক দিন আগে চলে আসি অনুশীলন করার জন্য। সবাই কঠোর অনুশীলন করছিলাম।

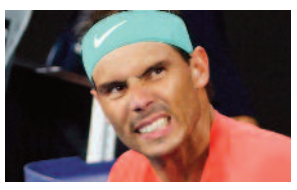

নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম। চেয়েছিলাম টেনিসের সর্বোচ্চ স্তরে নিজেকে পরখ করতে। তাই নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না। কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নিজের সঙ্গে মিথ্যাচার করতে চাই না। হাজার হাজার ভক্তের সঙ্গেও করতে চাই না। সবার অভাব অনুভব করব। আশা করব একটা দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা হবে।’’গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন নাদাল। এক বছর ছিলেন কোর্টের বাইরে। চোট সারাতে অস্ত্রোপচার করান। ২০২৪ সালের শুরুতে ব্রিসবেন ওপেনে কোর্টে ফেরেন। কিন্তু আবার চোটের জন্য ছিটকে যান। চেয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ওয়েলসে কোর্টে ফিরতে। তাঁর সেই ইচ্ছাও পূরণ হল না। আরও অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে।

হ্যাজলউডের দিনে লিলিকে ছাড়িয়ে গেলেন স্টার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম দিনে সকালে পিচের সবুজ ঘাসের সুবিধা তুলতে টসে জিতেই বোলিং বেছে নিয়েছিলেন প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের সিদ্ধান্তটা যে ভুল ছিল না, বল হাতে নিয়ে সেটাই প্রমাণ করেছেন জশ হ্যাজলউড,মিচেল স্টার্করা। দুই পেসারের তোপে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ ১৬২ রানেই। হ্যাজলউড নিলেন ৫ উইকেট আর ৩ উইকেট নেওয়ার পথে স্টার্ক হয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের মধ্যে টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি।

বোলারদের নৈপুণ্যে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দিন শেষে সুবিধাজনক অবস্থানে। মারনাস লাবুশেনের অপরাজিত ৪৫ রানের ইনিংসে দ্বিতীয় দিন ৪ উইকেটে ১২৪ রান নিয়ে নামবে অস্ট্রেলিয়া। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান ছুঁতে লাবুশেনদের দরকার আর ৩৮ রান।

ওয়েলিংটনে হেরে ক্রাইস্টচার্চে নামা নিউজিল্যান্ড দিনের শুরুতে অভিনন্দন জানায় কেইন উইলিয়ামসন ও টিম সাউদিকে। বর্তমান অধিনায়ক সাউদি ও সাবেক অধিনায়ক উইলিয়ামসন এই ম্যাচ দিয়ে শততম টেস্টের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। তবে দুজনের কারও জন্যই প্রথম দিনটা ভালো যায়নি। উইলিয়ামসন ৩৭ বলে ১৭ রান করে এলবিডব্লু হয়েছেন হ্যাজলউডের বলে। আর ৮ ওভার বল করে উইকেটের দেখা পাননি সাউদি। দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের পারফরম্যান্সই কিউইদের প্রথম দিনের খেলার প্রতীকী চিত্র।

উদ্বোধনী জুটিতে টম ল্যাথাম, উইল ইয়াং জুটি দেড় ঘণ্টা উইকেটে টিকেছিলেন। কিন্তু ৪৭ রানের জুটি ভাঙতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস। এর মধ্যে ১৪ রান করা ইয়াংকে তৃতীয় স্লিপে মার্শের ক্যাচ বানিয়ে স্টার্ক লিলির উইকেট,সংখ্যায় ভাগ বসান। এরপর গ্লেন ফিলিপসকে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচে ফিরিয়ে তাঁকে ছাড়িয়েও যান। ১৯৮৪ সালে সর্বশেষ টেস্ট খেলা লিলি ৭০ টেস্টে ৩৫৫ উইকেট নিয়ে এত দিন অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক ছিলেন। স্টার্ক তাঁকে ছাড়িয়েছেন ৮৯তম টেস্টে। অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট গ্লেন ম্যাকগ্রার (৫৬৩)।

স্টার্কের লিলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দিনে সবচেয়ে সফল অবশ্য হ্যাজলউড। নিউজিল্যান্ডের

প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের চারজনকেই ফেরানো এই পেসার ইনিংস শেষ করেছেন ৩১ রানে ৫ উইকেটে। এটি টেস্টে তাঁর ১২তম ৫ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ইনিংস ল্যাথামের ৩৮ রানের।

কিউইদের ৪৫.২ ওভারের মধ্যে গুটিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়াও ব্যাটিংয়ের শুরুতে খুব একটা স্বস্তি পায়নি। দুই ওপেনার স্টিভেন স্মিথ ও উসমান খাজা ফেরেন ৩২ রানের মধ্যে। এর মধ্যে ওপেনিংয়ে ছন্দের খোঁজে থাকা স্মিথ (১১) অভিষিক্ত পেসার বেন সিয়ার্সের তৃতীয় বলেই এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়েন, রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়াকে দিনের বাকি অংশে টেনেছেন তিনে নামা লাবুশেন। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান ৮০ বলের ইনিংসে ৮ চারে ৪৫ রান করে অপরাজিত আছেন। কিউইদের হয়ে ৩৯ রানে ৩ উইকেট নেন ম্যাট হেনরি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর (প্রথম দিন শেষে)

নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংসে ৪৫.২ ওভারে ১৬২ (ল্যাথাম ৩৮, ইয়ং ১৪, উইলিয়ামসন ১৭, রবীন্দ্র ৪, মিচেল ৪, ব্লান্ডেল ২২, ফিলিপস ২, কুগেলিয়েন ০, হেনরি ২৯, সাউদি ২৬, সিয়ার্স ০* ; স্টার্ক ৩/৫৯, হ্যাজলউড ৫/৩১, কামিন্স ১/৩৫, লায়ন ০/৬, মার্শ ০/১০, গ্রিন ১/২১)।

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসে ৩৬ ওভারে ১২৪/৪ (স্মিথ ১১, খাজা ১৬, লাবুশেন ৪৫*, গ্রিন ২৫, হেড ২১, লায়ন ১* ; সাউদি ০/২৯, হেনরি ৩/৩৯, সিয়ার্স ১/৩৮, কুগেলিয়েন ০/১৩)।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**